NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ মদন তাঁতি, ললনা এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গড়বেতায় মাথা ফাটল বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর ৬

কলকাতা ২৬ মে ২০২৪ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.5.2024, Vol.17, Issue No. 343, 8 Pages, Price 3.00

ঘটনাবহুল বঙ্গে ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচন

দিনভর দফায় দফায় অশান্তির মধ্যে সম্পন্ন হল ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির অবিরাম তাল ঠোকাঠুকি। অন্যদিকে আকাশে ক্রমশ ঘনীয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রূকুটি। এরই মধ্যে মোটের উপর ভালোয় ভালোয় শেষ হল ষষ্ঠ দফার ভোট পর্ব। তবে প্রথম পাঁচ দফার তুলনায় রাজ্যের ষষ্ঠ দফার ভোট ঘটনাবহুল। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর বাদে বাকি সব কটি কেন্দ্রেই এদিন অশান্তির খবর সামনে এসেছে। গড়বেতায় হামলার মুখে পড়েন ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। এছাড়াও তমলুক, ঘাটাল, মেদিনীপুরে সকাল থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সকাল থেকেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। কমিশন সূত্রের খবর, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাংলায় গড় ভোটের হার ৭৮ শতাংশ। ফলে সর্বশেষ ভোটের হার আরও কয়েক শতাংশ বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলার যে আটটি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর। কমিশনের প্রকাশিত ভোটের হারে শীর্ষে রয়েছে বিষ্ণুপুর। সেখানে ভোটের হার ৮১.৪৭ শতাংশ। যুগ্মভাবে ভোটের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তমলুক ও ঝাড়গ্রাম। দুটি এলাকাতেই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত প্রদত্ত ভোটের হার যথাক্রমে ৭৯.৭৯ ও ৭৯.৬৮ ।

পূর্ব মেদিনীপুরের দুই লোকসভা কেন্দ্র তমলুক ও কাঁথির ভোট ছিল এদিন। কাঁথির ভোট দিনভর প্রায় ঘটনাবিহীন হলেও, তমলুক থেকে লাগাতার ছোটখাটো অশান্তির খবর মিলেছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির নিরিখে নন্দীগ্রামের ভোটের দিকে বাড়তি নজর ছিল নির্বাচন কমিশনের। তবে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সেখানে ভোট মিটেছে প্রায় নির্বিঘ্নে। যদিও নন্দীগ্রামের গড় চক্রবেড়িয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটারদের মারধোর করার অভিযোগকে ঘিরে কিছুক্ষণ প্রবল উত্তেজনা ছড়ায়।

নন্দীগ্রামে ভোট শুরুর আগে পুলিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপি সমর্থকদের গ্রেপ্তার করছে বলে অভিযোগ তোলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দার আপ্ত সহায়কের বাড়িতে পুলিশি তল্লাশির প্রতিবাদে সেখানে গিয়ে ধর্নায় বসেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী। তাঁর অভিযোগ, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা গৌতম গুরু নিখোঁজ রয়েছেন নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের ২ এজেন্টকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। এদিকে মহিষাদলে গতকাল রাতে তৃণমূল নেতা খুন হওয়ার ঘটনার পর থেকে ওই এলাকা উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। নতুন করে কোন অশান্তির ঘটনা না ঘটলেও পরিস্থিতি থমথমে ছিল। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ও আধা সেনার বিরাট বাহিনী। তাদের পড়া নজরদারির মধ্য দিয়ে মহিষাদলের ভোটগ্রহণ চলে। ভোটের শেষ বেলায়হলদিয়ার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধিনগর কলোনিতে আক্রান্ত বিজেপি নেতা বাবুলাল মণ্ডল।

বিক্ষোভ-গো ব্যাক স্লোগান- হাড় ভাঙার 'হুঁশিয়ারি'-ধর্না, শনিতে দিনভর চর্চায় রইলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ভোটের সকালে উত্তপ্ত হয় কেশপুর। ঘাটাল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা হিরণ চ্যাটার্জির গাড়ির সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। রাস্তার উপরে অগ্নিসংযোগ করে চন্দ্রকোনা মেদিনীপুর রাজ্য সড়কে হিরণকে আটকানোর চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীরা। এই হামলার নেতৃত্ব দেন কেশপুর ব্লকের ৫ নম্বর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি শেখ হাসানুর জামান। এর আগে কেশপুরে তার গাড়ি বহরকে আটকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে। এরপর পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তোলেন হিরণ।

আবার কোথাও কেশপুরেই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় হিরণকে। লাঠি, বাঁশ নিয়ে তার উপর চড়াও হওয়ার পাশাপাশি তার গাড়ি বহর আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে অভিযোগ। তবে ওই কেন্দ্রেরই তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী (দেব) কে সারাদিন তরতাজা মুডে। বাইক নিয়ে বিভিন্ন বুথে পরিদর্শন করতে দেখা যায় দেব'কে।

অ্যাকশন মুডে দেখা যায় মেদিনীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেত্রী জুন মালিয়াকে। একটি বুথের ভিতর গিয়ে বিজেপির বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে অভাব্য আচরণ করার অভিযোগ তুলেছেন জুন। ওই বুথের ভিতরে বিজেপির পোলিং এজেন্ট-এর সাথে তুমুল বচসায় জড়িয়ে পড়েন জুন মালিয়া। তৃণমূলের লোগো বুকে লাগিয়ে বুথে বুথে ঘুরে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে প্রতিবাদ জানায় বিজেপি। যদিও সুজাতার দাবি কোনও বিধিভঙ্গ হয়নি।

মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে বুথের মধ্যে কলকাতা পুলিশের সদস্যকে দেখে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্র পল। এদিন কান্দামারি আংশিক বুনিয়াদি বিদ্যালয়-এর একটি বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে ভয় দেখিয়ে উঠিয়ে দেয়ার অভিযোগের খবর পেয়ে সেখানে আসেন অগ্নিমিত্রা। সব মিলিয়ে রাজ্যে ষষ্ঠ দফা ঘটনাবহুল বললে খুব একটা ভুল হবে না।

বিকেল ৫ টা পর্যন্ত

রাজ্যে গড় ভোট	৭৮.০০ শতাংশ
বাঁকুড়া	৭৬.৭৯ শতাংশ
ঝাড়গ্রাম'	৭৯.৬৮ শতাংশ
তমলুক	৭৯.৭৯ শতাংশ
মেদিনীপুর	৭৭.৫৭ শতাংশ
কাঁথি	৭৫.৬৬ শতাংশ
পুরুলিয়া	৭৪.০৯ শতাংশ
ঘাটাল	৭৮.৯২ শতাংশ
বিষ্ণুপুর	৮১.৪৭ শতাংশ

গেমিং জোনে অগ্নিকাণ্ড, মৃত ২৪

আমদাবাদ, ২৫ মে: গেমিং জোনে আগুন লেগে অন্তত ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে গুজরাতে। শনিবার সন্ধ্যায় গুজরাতের রাজকোটে এই ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যায় যখন গেমিং জোনের ভিতরে অনেকেই খেলতে ব্যস্ত, তখন আচমকাই আগুন লাগে সেখানে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা যায় রাজকোটের টিআরপি গেমিং জোনকে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। ঘটনাস্থলের ভিডিওয় দেখা যায় এলাকায় পৌঁছেছে পুলিশ এবং দমকলবাহিনী। সংবাদসংস্থা এএনআইকে তারা জানিয়েছে, গেমিং জোনের ভিতরে অনেকেই আটকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছে তারা। আটকে থাকতে পারে গেমিং জোনে খেলতে আসা বহু অল্পবয়সি এবং শিশুও।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

সংখ্যালঘু ভোটের স্যুইং স্থির করবে বারাসাতের ভাগ্য

শুভাশিস বিশ্বাস

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত এমন একটি কেন্দ্র, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘাঁটি হওয়ায় তা নানা ধরনের রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী। তবে তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে এই বারাসাত চলে যায় ঘাসফুলেরই দখলে। তবে এককালে ফরওয়ার্ড ব্লকের এই শক্ত ঘাঁটিতে এখনও রাজনীতির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় প্রয়াত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা চিত্ত বসুর কথা। বারাসাত থেকে পাঁচবারের সাংসদ তিনি। তবে চিত্ত বসু পরবর্তী জমানায় বারাসাতে ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে ফরওয়ার্ড ব্লকের শক্তি। বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। হাবড়া, অশোকনগর, রাজারহাট-নিউটাউন, বিধাননগর, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত ও দেগঙ্গা। হাবড়ার বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, যিনি এখন রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলে। আছে মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র, যেখানকার বিধায়ক রথীন মল্লিক রাজ্যের বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

'রেমাল'-এর রক্তচক্ষু সামলাতে কলকাতা-সহ ছয় জেলায় লাল সতর্কতা

তৈরি প্রশাসন, বাতিল ট্রেন-উড়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত গভীর নিম্নচাপ শনিবারেই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। আজ তা আছড়ে পড়বে স্থলভাগে। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, বাংলাদেশের খেপুপাড়া এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপের উপকূলে সর্বশক্তি নিয়ে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার। ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কা সামলাতে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন। শুক্রবার নবান্নে রেমাল মেকাবিলায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে। নবান্নে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। কন্ট্রোল রুমের নম্বর ১০৭০ এবং (০৩৩) ২২১৪ ৩৫৩৫। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় কন্ট্রোল রুম চালু করেছেন জেলাশাসকেরাও। শুরু হয়েছে মাইকিং, ফিরিয়ে আনা হচ্ছে মৎস্যজীবীদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় আসতে পারে। যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে যান তাঁদের বারণ করা হয়েছে। প্রশাসন ঠিক সময় মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দেবে।' কলকাতায় ওই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কতটা পড়বে, তা আগাম বোঝা না গেলেও সম্ভাব্য বিপর্যয়ের মোকাবিলায় লালবাজারে খোলা হয়েছে 'ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম'। সেখানে পুলিশ ছাড়াও থাকছেন দমকল, পুরসভা, পূর্ত দপ্তর, কেএমডিএ, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, সিইএসসি এবং এনডিআরএফের প্রতিনিধিরা। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রাখতেই কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই কন্ট্রোল রুম কাজ শুরু করেছে বলে লালবাজার সূত্রের খবর। লালবাজারের কর্তারা জানিয়েছেন, অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, ঝড়ের প্রভাবে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় প্রচুর গাছ উপড়ে পড়ে। পুরনো, জীর্ণ বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনাও ঘটে। ঝড়ের তীব্রতায় তেমন কিছু ঘটলে যাতে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায়, তার জন্যই ওই কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি, সেনাবাহিনীর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। প্রয়োজনে উদ্ধারকাজে সেনার সাহায্য চাওয়া হতে পারে।

লালবাজারের তরফে প্রতিটি থানা এবং ট্র্যাফিক গার্ডকে রেমাল নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে । ট্র্যাফিক গার্ডগুলিকে বিপর্যয় মোকাবিলায় বিশেষ দল তৈরি রাখতে বলা হয়েছে। লালবাজারের তরফে থানাগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার পাশাপাশি ঝড়ে বিদ্যুৎ-বিপর্যয় ঘটলে জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে।

লালবাজার সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ঝড়ের মোকাবিলায় কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১৫টি দল তৈরি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ১০টি ডিভিশনে একটি করে দল রয়েছে। লালবাজারে এবং পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে থাকছে দু'টি দল। প্রতিটি দলে ৭ জন করে সদস্য থাকছেন। তাঁদের সঙ্গে থাকছে গাছ কাটার করাত-সহ প্রয়োজনীয় সব রকম জিনিস। কলকাতা শহরের বিপজ্জনক বাড়িগুলির বাসিন্দাদের সরানোর প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়ে কলকাতা পুরসভার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। প্রতিটি থানাকে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি, সিইএসসি-র আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে, যাতে ঝড়ের পরবর্তী অবস্থা তাঁদের সাহায্য নিয়ে দ্রুত সামলানো যায়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলা থেকে একাধিক ট্রেন বাতিল করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। এরপর রবিবার এবং সোমবার বাড়বে দুর্যোগের দাপট। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। তাই ওই দু'দিন কয়েকটি ট্রেন বাতিল বাতিল কিংবা যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এমনকী, কলকাতা বিমানবন্দরে আজ দুপুর ১২ টা থেকে সোমবার সকাল ৯ টা পর্যন্ত সব উড়ান বাতিল করা হয়েছে।

জনসভাতেই মিনাখাঁর বিধায়কের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল বিধায়ক ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ভরা জনসভাতেই বিজেপি ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তুললেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের সমর্থনে হাড়োয়ায় জনসভা করতে গিয়ে মিনাখাঁর বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের কথা বলেন তিনি। জনসভা থেকে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'তৃণমূলের এমএলএ থাকবেন, কিন্তু মিটিংয়ে আসবেন না, তা চলবে না। যতক্ষণ পায়ে ধরে ক্ষমা না চাইবে, ততক্ষণ ঊষারানি মণ্ডলের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনাদের মতো লোক চাই না। আপনি স্বামীকে নিয়ে দলটাকে বেচে দেবেন ভাবছেন? এটা মানব না।' এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী সভায় ঊষারানিকে গরহাজির হতে দেখেই তোপ দাগলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলকে নিয়ে আগেও বিতর্ক হয়েছিল। বিশেষত তাঁর বাংলাদেশি পরিচয় নিয়ে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই ইস্যুতে তাঁর মনোনয়ন বাতিলের দাবি তুলেছিল বিজেপি। যদিও সেবার ভোটে জিতে ফের বিধায়ক হন ঊষারানি। এনিয়ে তিনবারের বিধায়ক তিনি। তবে চব্বিশের লোকসভা ভোটে আচমকাই তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে, ঊষারানি মণ্ডল এবং মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের সঙ্গে বিজেপি ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে বলে তাঁর কাছে অভিযোগ আসছিল। এর পর শনিবার নির্বাচনী জনসভাতেই গরহাজির বিধায়ক। আর তা নিয়ে তোপ দাগলেন তৃণমূল নেত্রী। মঞ্চে ঊষারানিকে না দেখে রীতিমতো খেপে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'আমি আজই বলে গেলাম, আপনাকে নিয়ে দল চলবে না। ব্লকের যাঁরা আছেন, সংগঠনের যাঁরা আছেন তাঁরা দেখে নেবেন। যতক্ষণ না সে ক্ষমা চাইবে, পায়ে না ধরবে ততক্ষণ ঊষারানি মণ্ডলকে আমরা মানি না, আমরা মানি না, আমরা মানি না।' আগামী ১ জুন, বসিরহাটে লোকসভা ভোট। সন্দেশখালি ইস্যু ঘিরে এই কেন্দ্রের ভোটের দিকে নজর সমস্ত রাজনৈতিক দলের। লাগাতার প্রার্থীর সমর্থনে সভা করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। এই অবস্থায় ঊষারানিকে নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর ক্ষোভ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ।

শেষ দফার প্রচারে বিহারে প্রধানমন্ত্রী

'পরিবারতন্ত্র' ও 'সংরক্ষণ' নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ মোদির

পাটনা, ২৫ মে: শেষ দফার ভোটের প্রচারে 'বিরোধী শিবিরের পরিবারতন্ত্র' নিয়ে চাঁচাছোলা আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার বিহারের পাটলিপুত্র এবং বক্সারে বিজেপির জনসভায় তাঁর দাবি, এ বারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে কয়েকটি পরিবারের জোট। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সেই 'পারিবারিক তালিকায়' তৃণমূলের নামও উল্লেখ করেছেন তিনি। শুধু পরিবারতন্ত্রই নয়, সংরক্ষণ ইস্যুতেও এদিন ইন্ডিয়া জোটকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। পাটলিপুত্রের সভায় মোদি বলেন, 'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কারা জানেন? পরিবারের সদস্যদের একটি সারি। গান্ধি, সমাজবাদী পার্টি ন্যাশনাল কনফারেন্স, এনসিপি, তৃণমূল, আপ, নকল শিবসেনা এবং আরজেডি পরিবারের ছেলে ও মেয়েরা। তাঁদের লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে পরিবারতন্ত্রের রাজনীতিই তাঁদের অগ্রাধিকার।' গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই গান্ধি পরিবারকে বারে বারে নিশানা করেছেন মোদি। পরবর্তী সময়ে তাঁর নিশানা হয়েছে শরদ পাওয়ার, মুলায়ম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ, করুণানিধি, শিবু সোরেনের পরিবারবাদ। ২০২১ সালে নীলবাড়ির লড়াইয়ে সময় বাংলায় প্রচারে এসে একাধিক বার 'ভাতিজা' শব্দ ব্যবহার করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন তিনি। এ বার তার অন্যথা হয়নি। বিহারে গিয়েও শনিবার লালুর পুত্র তেজস্বী ও তেজপ্রতাপ এবং কন্যা মিসা ও রোহিণীর রাজনীতিকে আগমনকে খোঁচা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'আরজেডির লণ্ঠন (নির্বাচনী প্রতীক) শুধু লালুর বাড়িতেই জ্বলে।' সংরক্ষণ ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিহারের সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জেতার জন্য ভোটব্যাংকের সামনে মুজরো-ও করতে পারেন ইন্ডিয়াজোটের নেতারা। যার তীব্র প্রতিবাদ এসেছে বিরোধী শিবির থেকে। কে সংরক্ষণ বিরোধী, কে সংরক্ষণ তুলে দিতে চায়, এবারের লোকসভায় অন্যতম বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে সেটাই। শনিবার ষষ্ঠ দফার ভোটের দিনই এক জনসভায় সংরক্ষণ ইস্যুতে বিরোধীদের বিঁধেছেন মোদি। সেই সভায় করা মন্তব্যেই যত বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আমি বিহারের মানুষকে গ্যারান্টি দিচ্ছি। মোদি যতদিন বেঁচে আছে তপসিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসিদের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। মোদির জন্য সংবিধানই সর্বোপরি। আমার জন্য আম্বেদকরের প্রতি সম্মান সর্বোপরি।' এর পরই বিরোধী জোটকে নিশানা করে মোদির বক্তব্য, 'ইন্ডিয়া জোটের নেতারা যদি নিজেদের ভোটব্যাংকের জন্য আনুগত্য দেখাতেই পারে। ওরা চাইলে ভোটব্যাংকের সামনে মুজরোও করতে পারে।' প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ ইন্ডিয়া শিবির। কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, 'এই চড়া রোদে ভাষণ দিতে দিতে মাথাটা গিয়েছে মোদির।' তৃণমূলের সাকেত গোখলে বলেছেন, 'মোদির মুখে এই ভাষণ লজ্জাজনক।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, ABDULLA AHMED S/O Jiyauddin Ahmed residing at Panchla Talsari, P.O.+P.S.- Panchla, Dist - Howrah hereby declare vide affidavit filed before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Howrah dated 14.05.2024 that earlier I belonged to Hindu community and my name was SUMAN CHATTERJEE but I converted to Islam after reading the holy Quran. My present name is ABDULLA AHMED and henceforth I will be known as ABDULLA AHMED.

CHANGE OF NAME

I, Samir Kumar Mondal, S/O Late Nabani Bhusan Mondal residing at Vill- Parulia, P.O.- Darikrishnanagar, P.S.- Parulia Coastal, Dist: South 24 Parganas, Pin-743368, hereby declare that I, Samir Kumar Mondal S/O. Late Nabani Bhusan Mondal, Samir Kumar Mondal S/O. Nabani Bhusan Mondal, Samir Kumar Mondal S/O. Nabani Bhuson Mondal, Samir Kumar Mondal S/O. Shri Nabani Bhusan Mondal, Samirkumar Mondal S/O. Nabanibhusan Mondal, Samirkumar Mondal S/O. Nabani Bhusan Mondal and Shir Samir Kumar Mandal S/O. N.B.Mandal is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Diamond Harbour, dt. 22.05.2024.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি Shyamusarindam Kumar De, S/O. Lt. Ajay Kumar De, সাং- রোডস্টেশন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং- WB-5231199 আমার ও পিতার নাম Shyamusharimtam Kr. De, Son of Ajoy Kr. De হইয়াছে। ২৪.০৫.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Shyamusarindam Kumar De, S/O. Lt. Ajay Kumar De ও Shyamusharimtam Kr. De, S/O. Ajoy Kr. De একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Soutam Das Bairagya, S/O Goutam Das Bairagya, সাং- কাঠুরিয়াপাড়া, কৃষ্ণনগর, কোতয়ালী, নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং- WB-5120110115033 আমার নাম ভুলবশতঃ Sautam Das Bairagya, D. O. B. 13.10.1988 হইয়াছে। ২৪.০৫.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Soutam Das Bairagya ও Sautam Das Bairagya একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং আমার সঠিক জন্ম তারিখ 30.10.1988.

বিজ্ঞপ্তি

In the 1st Court of Ld Civil Judge, Jr. Division Midnapore
TS No.- 26/2022

Ramranjan Chowdhury & others .....Plaintiff
-Vs-
Lakshi Rani Roy & another ....Defendants

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার অধীন বেলাড়া মৌজার অন্তর্গত স্বর্গীয় নলিনী রঞ্জন চৌধুরীর ওয়ারিশগণ্যে রাম রঞ্জন চৌধুরী ও তার অপরাপর ভ্রাতাগণ সহ তাহাদের অবর্তমানে ওয়ারিশ গণ নিম্ন তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির স্বত্বাধিকার ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করিয়া শ্রীমতি লক্ষ্মী রানী রায়, স্বামী- ঈশ্বর রঞ্জিত রায় প্রঃ ঈশ্বর রঞ্জিত কুমার রায়, গ্রাম- বাঁকাটি, পোষ্ট & থানা- চন্দ্রকোনা টাউন, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর বর্তমান ঠিকানা-ছোট বাজার, থানা, পোষ্ট & শহর- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে মাননীয় দেওয়ানী আদালত প্রথম বিভাগ, মেদিনীপুরে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা রজু করিয়াছেন।
উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদী গনের প্রার্থনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত লক্ষ্মী রানী রায় সহ অন্য কাহার কোন আপত্তি থাকলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং বা নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে কার্য হইবে। উল্লেখ্য উক্ত মোকর্দ্দমার আগামী ধার্য দিন ইং ২৮/০৬/২৪ তারিখ।

অসশীল

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশপুর, মৌজা- বেলাড়া, জে. এল. নং - ৩২৯, এল. আর. খতিয়ান নং- ১৭৮, প্লট নং- ১২৭/৬১৪, শ্রেণী- বাস্তু, পরিমাণ-৯ ডেঃ তন মধ্যে ৫ ডেঃ

আদেশানুসারে
Ritu Shankar
(সেরেস্তাদার)
Civil Judge (Junior Division)
1st Court, Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬শে মে। ১২ই জ্যৈষ্ঠ। রবিবার। তৃতীয়া তিথী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশোত্তোরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি: প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ঠ বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ রবিবার। সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

অবাধ ছাপ্পা নন্দীগ্রামের একটি বুথে দেবাংশুর পোস্ট ঘিরে কমিশনের প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার রাজ্যের বাকি সাত আসনের সঙ্গে ভোট ছিলো পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক আসনেও। এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য এদিন বেলা একটা নাগাদ তাঁর ফেসবুক পেজে একটি বুথের সিসিটিভি ফুটেজ পোস্ট করেন। পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের সোনাচূড়া অঞ্চলের ২৭৯ নম্বর গঙ্গা বাসুলি প্রাইমারি স্কুলে অবাধ ছাপ্পা দিচ্ছে বিজেপি! শুভেন্দু বাবু, লজ্জা করুন একটু..।' তৃণমূল প্রার্থী এই ছবি পোস্ট করার কিছুটা পরেই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও কমিশনে এই বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়। যদিও অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে ওই বুথে কোনওরকম ছাপ্পার ঘটনা ঘটেনি।

কমিশনের বক্তব্য, ওই বুথের ভিভিপ্যাট মেশিন খারাপ ছিলো। সেটাই পরিবর্তন করা হচ্ছিল। আর সেই ছবি দিয়েই ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ করা হয়েছে, যা আদৌ সঠিক নয়। তবে কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান এই ফুটেজ কোনওমতেই কোনও প্রার্থী বা সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়ার কথা নয়। দেবাংশু ভট্টাচার্য ওই ফুটেজ কিভাবে পেলেন সেটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ওই আধিকারিকের আরও বক্তব্য, এইসব ফুটেজ একমাত্র কমিশনের কাছেই থাকার কথা।

যদি কখনও কোনও অভিযোগ ওঠে সেক্ষেত্রে প্রমাণ হিসাবে ভিডিও ফুটেজ যাতে সামনে আনা যায়। কিন্তু এই ফুটেজ ভোটের কাজে কর্মরত কোনো সরকারি কর্মী বা আধিকারিক ছাড়া কোনওমতেই বাইরে যাওয়ার কথা নয়। এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। ফলে যিনি বা যারা অন্যায়ভাবে এই ফুটেজ লিক করেছেন তিনি বা তারা অবশ্যই শাস্তির কবলে পড়বেন। সেই কারণেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে গণেশ টকিজে নির্বাচনী র‌্যালি।

৪র্থ ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা সেনকো গোল্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সেনকো গোল্ড লিমিটেড, ভারতের শীর্ষস্থানীয় জুয়েলারির খুচরো বিক্রেতা। যাদের ভারত জুড়ে ১৫৯-এরও বেশি স্টোর রয়েছে। এবার এই সংস্থার বোর্ড সভায় ৩১ মার্চ ২০২৪-এ শেষ হওয়া ৪র্থ ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

এদিনের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের ফলাফলঘোষণা করতে গিয়ে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডিএবং সিইও শুভঙ্কর সেন জানান, 'আমরা আর্থিক বছর ২০২৪-এর ফলাফল ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত, কারণ এটি আমাদের জন্য একটি বড় মাইলফলক ছিল। কারণ,আমরা ২০২৩-এর ১৪ জুলাই, বিএসই এবং এনএসই-র তালিকাভুক্ত হয়েছিলাম। আমরা ১৩৫ কোটি টাকার ওএফএস সহ আইপিও দ্বারা ৪০৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছি এবং কার্যকরী মূলধনের জন্য নেট আইপিও তহবিলও স্থাপন করেছি। এর পাশাপাশি আমরা ব্যবসার সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছি। আমরা আমাদের প্যান ইন্ডিয়া কৌশলের জন্য ৩৮.২৩ কোটি টাকার বেশি ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্টোর ক্যাপেক্স এবং ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করেছি।'

সম্প্রতি লেখক ড. রফিক আনোয়ার এঁর 'সময়ের দলিল' ও 'রাজনীতি সিয়াসত পলিটিক্স' দুটি পুস্তক বাজারে ব্যপক সাড়া ফেলেছে। শনিবার সেই দুটি পুস্তক নিয়ে বিশিষ্ট লেখক, প্রকাশক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি।

কালিম্পং থেকে মিরিক যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় হত ১, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালিম্পং: শনিবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নির্মীয়মাণ উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ল যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের আহত গাড়ি চালকসহ মোট চারজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার মহকুমার ওদলাবাড়ি ও বাগ্রাকোটের মাঝে জাতীয় সড়কের নির্মীয়মাণ উড়ালপুলে।

জানা গিয়েছে, কালিম্পং জেলার চারকোল থেকে মিরিকের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে উড়ালপুলের অ্যাপ্রোচ রোডে কোনও 'নো এন্ট্রি' বোর্ড না দেখে দ্রুত গতিতে উড়ালপুলের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি প্রায় ৫০ ফুট নীচে পড়ে যায়।

শব্দ শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার কাজে হাত লাগান। ঘটনাস্থলেই নাংশেল তামাং নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালবাজার থানার পুলিশ। সকলকে উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত বাকিদের মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামে ভোটের দিন সকালে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতের নাম উত্তম মাহাতো। মদের আসরে বচসার জেরে খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি পুলিশের। কারণ মৃতদেহের পাশে মদের বোতল ও জল পড়েছিল। জানা গেছে পেশায় গাড়িচালক ছিলেন উত্তম। বেলাটিকরির বাসিন্দা। শনিবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ওই যুবকের দেহ পড়তে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন রয়েছে তাঁর। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, খুন করা হয়েছে তাঁকে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারের দাবি, কর্মসূত্রের অন্যত্র থাকতেন উত্তম। দিনকয়েক আগেই বাড়ি ফেরেন। লালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হেমতাবাদে শিয়ালের হামলায় চোখ খোয়া গেল কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হেমতাবাদ: উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে জমিতে ভুট্টার গাছ কাটতে গিয়ে শিয়ালের হামলায় খোয়া গেল চোখ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে মেয়ে জামাইকে সঙ্গে নিয়ে ভুট্টা খেতে ভুট্টা তুলছিলেন শাহিদুল শেখ। সে সময় অতর্কিতে হামলা চালায় একটি শিয়াল। খোয়া যায় একটি চোখ। গুরুতর জখম অবস্থায় শাহিদুলকে উদ্ধার করে তাঁর মেয়ে ও জামাই ভর্তি করেন হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হেমতাবাদের বাঙাল বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আগাপুর গ্রামে।

এল ব্রাইডাল জুয়েলারি কালেকশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর নিরিখে গহনা বিভাগে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস তার নতুন 'পেয়ার কা গাটবন্ধন ২০২৪' ব্রাইডাল জুয়েলারি কালেকশন' চালু করার ঘোষণা করল। গাটবন্ধন জুয়েলারি কালেকশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর ও হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড ডিজাইন জয়িতা সেন জানান, 'সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস তার সুন্দর হস্তনির্মিত, প্যান-ইন্ডিয়া ব্রাইডাল জুয়েলারি কালেকশন এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যা ভারতের প্রতিটি অঞ্চল থেকে কনেদের অনন্য ঐতিহ্য এবং পছন্দের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে।'

সাইক্লোন রেমালের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাস দিঘায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: শনিবার সকাল থেকেই দিঘায় রেমালের প্রভাবে চলছে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। সকাল থেকেই বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে দিঘা উপকূলে। এদিকে সপ্তাহান্তেও দিঘায় পর্যটকদের সেভাবে ভিড় ছিল না। নেপথ্য কারণ ভোট এবং রেমাল বলেই দাবি হোটেল মালিকদের একাংশের। পর্যটকদের সমুদ্রে নামার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্য দেখতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি পর্যটকরা। শনিবার থেকেই উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। শনিবার কাঁথিতে ভোট চলছে। প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছিল সপ্তাহান্তে পর্যটকদের দিঘায় না থাকার নির্দেশ দেওয়া হবে। ফলে শনি-রবিবার নতুন করে পর্যটকরা দিঘাতে যেতে পারবেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। যদিও হোটেল মালিকদের সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছিল, আলাদা করে এই নিয়ে কোনও নির্দেশ তাঁরা পাননি। শনিবার দিঘায় পর্যটক সংখ্যা অনেকটাই কম ছিল। দূর থেকেই অনেকে সমুদ্রের রুদ্রলীলা দেখেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলে নতুন জনসংযোগ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জনসংযোগ আধিকারিক-১ এর দায়িত্ব নিলেন সোপান দত্ত। তিনি ১৯৯৬ সালে রেলওয়েতে যোগদান করেন এবং বাণিজ্যিক বিভাগের অধীনে কাজ করেন। এর আগে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতর, গার্ডেন রিচে অ্যাসিসট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পিএস) হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

সংখ্যালঘু ভোটের স্যুইং স্থির করবে বারাসাতের ভাগ্য

প্রথম পাতার পর...

আবার দেগঙ্গাও রয়েছে এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে, যেখান থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমান। এই পরিস্থিতিতে ভোটে বারাসাত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৫২ সালে এই লোকসভা কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। সেসময় কংগ্রেসের দখলে ছিল এই কেন্দ্র। সাংসদ ছিলেন অরুণচন্দ্র গুহ। ১৯৬৭ সাল থেকে 'হাত' শিবির কার্যত গুঁড়িয়ে লাল নিশান ওড়াতে শুরু করে বামেরা। বারাসতে কখনও সিপিএম, কখনও ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে সিপিএমের রণেন্দ্রনাথ সেন পর পর দুবার জয়ী হয়েছিলেন। এরপর ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বারাসত কেন্দ্রে দাপট দেখিয়েছে 'সিংহ'বাহিনী অর্থাৎ ফরওয়ার্ড ব্লক। পাঁচবারের সাংসদ ছিলেন চিত্ত বসু। এরপর কালক্রমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করার পরই বামেদের হাত থেকে বারাসাত ছিনিয়ে নেয় ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের হয়ে লড়াই করে প্রথম সাংসদ হন স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ রঞ্জিত পাঁজা। এককালে যেখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের সিংহের গর্জন শোনা যেত, সেই বারাসাত কীভাবে হয়ে উঠল ঘাসফুলের দুর্গ তার উত্তর খুঁজতে গেলে বিগত কয়েকটা লোকসভার পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখতে হবে। ২০০৯ সালের লোকসভায় ফরওয়ার্ড ব্লক এখান থেকে প্রার্থী করেছিল অধ্যাপক সুদিন চট্টোপাধ্যায়কে। রাজনীতিতে তথা সমাজে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত সুদিন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। হেভিওয়েট প্রতিপক্ষ হলেও সুদিনবাবুকে প্রায় সোয়া এক লাখ ভোটে হারিয়ে সাংসদ হন কাকলি। কাকলি ঘোষ দস্তিদার পান ৫ লাখ ২২ হাজার ৫৩০ ভোট। সুদিন চট্টোপাধ্যায়ের ঝুলিতে যায় ৩ লাখ ৯৯ হাজার ৬২৯ ভোট।

বিজেপি প্রার্থী ব্রতীন সেনগুপ্ত পেয়েছিলেন ৫৫ হাজারের কিছু বেশি ভোট। আর কংগ্রেসের কুমারী কমলা দাস পেয়েছিলেন সাড়ে সাত হাজারের কিছু বেশি ভোট। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোট এরপর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি কাকলিকে। ২০১৪ সালে আরও বড় ব্যবধানে জয় পান তিনি। তবে সেবারের নির্বাচনে বিরোধীদের তরফ থেকে কোনও খামতি ছিল না। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী ছিলেন মোর্তাজা হোসেন আর বিজেপি প্রার্থী করেছিল তারকা প্রার্থী জাদুকর পিসি সরকার জুনিয়রকে। অন্যদিকে, কংগ্রেস থেকে প্রার্থী হন ঋজু ঘোষাল। প্রত্যেকেই অতি পরিচিত মুখ। কিন্তু এর মধ্যেও ৫ লাখ ২৫ হাজার ৩৮৭টি ভোট পেয়ে ১ লাখ ৭৩ হাজারেরও বেশি ভোটে জেতেন তিনি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরওয়ার্ড ব্লকের মোর্তাজা হোসেন পান সাড়ে তিন লাখে কিছু বেশি ভোট। বিজেপির তারকা প্রার্থী পিসি সরকার জুনিয়র পান ২ লাখ ৯৬ হাজার ভোট। আর কংগ্রেসের ঝুলিতে যায় ৪০ হাজারের কিছু বেশি ভোট। এরপর ২০১৯। দিল্লিতে মোদি ম্যাজিক শুরু হয়েছে। তার প্রভাবও পড়ে বারাসাতেও। ২০১৯-এ কাকলি ঘোষ দস্তিদার পেয়েছিলেন ৬ লাখ ৪৮ হাজার ৪৪৪ ভোট। আগের বারের তুলনায় জয়ের ব্যবধান কমে হয় ১ লাখ ১০ হাজারের কিছু বেশি। বিজেপির মৃণালকান্তি দেবনাথ পান ৫ লাখ ৩৮ হাজার ২৭৫ ভোট। ফরওয়ার্ড ব্লকের হরিপদ বিশ্বাস পেয়েছিলেন প্রায় সোয়া এক লাখের কাছাকাছি ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী সুব্রত দত্ত পেয়েছিলেন ৩৭ হাজার ভোট। তৃণমূল জিতলেও লক্ষণীয় ভাবে উত্থান হয় বিজেপির। এদিকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের হাতে অনেক ইস্যু। আর এবারের ভোটের লড়াই আর দ্বিমুখী নয়। লড়াইয়ে রয়েছে তৃণমূল, বিজেপির সঙ্গে বাম এবং আইএসএফও। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল ফের প্রার্থী করেছে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। আইএসএফ প্রার্থী করেছে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে নির্বাচনে লড়াই করবেন স্বপন মজুমদার। প্রার্থী হিসেবে স্বপনবাবুর নাম ঘোষণার পর থেকেই ঘরে-বাইরে চাপের মুখে স্বপনবাবু। একটি ভাইরাল ভিডিওয়, বিজেপি নেতা শ্যামল দাসকে তো বলতেই শোনা যাচ্ছে, 'বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের যিনি প্রার্থী হয়েছেন, উড়িয়ে নিয়ে এসে এই কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছেন স্বপন মজুমদার মহাশয়কে, উনি একজন ড্রাগ মাফিয়া। এরকম একজন প্রার্থীকে কীভাবে আমরা এঁর হয়ে ভোট প্রচারে যাব!' এদিকে আবার বামেদের তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা প্রবীর ঘোষকে। বারাসাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে লড়াই যে যথেষ্ট কঠিন তা মেনে নিয়েও বিনা যুদ্ধে তৃণমূল-বিজেপিকে জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নন প্রবীরবাবু।

বরং, ভোটের ময়দানে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিতে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন থেকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে আইএসএফ। এদিকে বারাসাতে সংখ্যা সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা কম নয়। ২৫.৮২ শতাংশ। এই ভোটকে নিজের দিকে নিতে বদ্ধপরিকর আইএসএফ। এই সংখ্যালঘু ভোট স্যুইংয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে বারাসতের প্রার্থীর ভাগ্য।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ মে ২০২৪ ১২ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ রবিবার

জওয়ানের বিরুদ্ধে ফের শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নির্বাচন কমিশন থেকে নেওয়া হল পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ষষ্ঠ দফাতেও জওয়ানের বিরুদ্ধে উঠল শ্লীলতাহানির অভিযোগ। এবার ঘটনাস্থল ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডেবরা। যদিও এই ঘটনায় পুলিশের কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি। তবে এই অভিযোগ পৌঁছে যায় নির্বাচন কমিশনের কাছে। আর অভিযোগ উঠে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপও করে নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওই জওয়ানকে ভোটের ডিউটি থেকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হয় অন্য জওয়ানকে।

সূত্রে খবর, এলাকার ওই অভিযোগকারী গৃহবধূর দাবি, ওই জওয়ান বাড়িতে এসে জল খেতে চেয়েছিলেন। সেই সময়েই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। এমন একটি অভিযোগ যে উঠে এসেছে, সে কথা মানছেন স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকও। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডেবরার ওই অঞ্চলের বিডিও জানিয়েছেন, এমন একটি অভিযোগ উঠে এসেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই জওয়ানকে ডিউটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গোটা বিষয়টি পুলিশ দেখছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, এর আগে পঞ্চম দফার নির্বাচনের সময়েও উলুবেড়িয়ায় ভোটের ডিউটিতে আসা এক জওয়ানের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠে এসেছিল। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেও সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করেছিল নির্বাচন কমিশন। ভোটের ডিউটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই বিএসএফ জওয়ানকে। পরে সেদিনই ভোট পর্ব শেষ হতে না হতেই বিবৃতি প্রকাশ করেছিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বিএসএফ একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ ও পেশাদার বাহিনী। কোনওধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ বিএসএফ কোনওভাবেই বরদাস্ত করে না। সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনী এটাও জানিয়েছিল, বাহিনীর তরফে তদন্ত করা হচ্ছে বিষয়টির এবং দোষ প্রমাণিত হলে ওই কনস্টেবলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় শাস্তির মুখে ৩৮ জন, সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাগিংয়ের কারণে প্রথম বর্ষের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় শাস্তি পেতে চলেছেন প্রায় ৩৮ জন অভিযুক্ত। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির। গত বছর ডিসেম্বর মাসে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিতে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি কর্মসমিতির বৈঠকে পাশ করানোর প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ ছিল। এরপর গত ২২ এপ্রিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হন ভাস্কর গুপ্ত। এরপর তিনি শুক্রবার কর্মসমিতির বৈঠক ডাকেন। ওই বৈঠকেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে। বৈঠকে উপাচার্য এও বলেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওই ছাত্রের জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনি। এখন অন্তত কিছু করাটা আমাদের কর্তব্য ছিল। শাস্তির সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। দেশের আইনকানুন তো আমাদের হাতে নেই। আমাদের তরফে যা যা

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সবই গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ও তার ভিত্তিতে আন্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডের সুপারিশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, চারজন পড়ুয়াকে বরখাস্ত করা হবে। তাঁরা হলেন, সত্যব্রত রায়, মহম্মদ আরিফ, মনোতোষ ঘোষ ও দীপশেখর দত্ত। আরও ৫ জন ছাত্রকে ৪টি সেমেস্টার তথা দুই বছরের জন্য সাসপেন্ড ও হস্টেল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হবে। ২৫ জনকে ১ সেমেস্টার তথা ছয়মাসের জন্য সাসপেন্ড ও হস্টেল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হবে। এই সব সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় এদিনের কর্মসমিতির বৈঠকে। এ ছাড়া সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ছাত্র সংসদ ফেটসুর প্রাক্তন চেয়ারম্যান অরিত্র মজুমদার, যিনি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত, তাঁকে ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হবে। পিএইচডি ফেলোশিপ নির্ভর করে উপস্থিতির হারের উপর। সেক্ষেত্রে ৬ মাসের সাসপেন্ড থাকার কারণে অরিত্রর ফেলোশিপ বাতিল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনাও রয়েছে। পাশাপাশি, ফেটসুর দুই প্রাক্তন পদাধিকারী ও বর্তমানে প্রাক্তন পড়ুয়া সৈকত শিট ও গৌরব দাসের আজীবন ক্যাম্পাসে ঢোকা নিষিদ্ধ। আর এক পড়ুয়া রুদ্র চট্টোপাধ্যায়কে এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হবে।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় তৈরি পূর্ব রেলও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় তৎপর পূর্ব রেলও। নেওয়া হচ্ছে একগুচ্ছ ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে, তার বিস্তারিত বিবরণও দেওয়া হয়েছে। রিমেলের সঙ্গে যুঝতে

প্রথমত, পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত বিভাগ যেমন হাওড়া, শিয়ালদা, মালদা এবং আসানসোলে পূর্ববর্তী ঝড়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সেফটি প্রোটোকল অনুসরণ করা হয়েছিল, সেগুলি করা হবে।

দ্বিতীয়ত, ২৫ মে সকাল ৮টা থেকে ২৭ মে সকাল ৮টা পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল, এসএন্ডটি বিভাগ, নিরাপত্তা ও পরিচালন বিভাগের কর্মকর্তারা ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি চালাবেন। কোনওরকম অস্বাভাবিকত্ব চোখে পড়লে ডিআরএম, এডিআরএম এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তা জানান হবে।

তৃতীয়ত, স্টেশনের ভিতরে এবং বাইরের সমস্ত বিজ্ঞাপন বোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাণিজ্যিক বিভাগের কর্তাদের উপস্থিতিতে পরীক্ষা করে দেখা হবে। কোন জায়গায় প্রয়োজন থাকলে সেগুলিকে মজবুতও করা হবে। চতুর্থত, প্ল্যাটফর্ম শেড পরীক্ষা করা হবে এবং উচ্চগতির ঝড় প্রতিরোধের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পঞ্চমত, ২৫ মে থেকেই রেলের ট্র্যাক, ব্রিজ, ফুট ওভার ব্রিজ ইত্যাদির সুরক্ষার কর্মীদের মোতায়েন শুরু হয়েছে।

ষষ্ঠমত, জরুরি পরিস্থিতিতে আলোচনা করে ডিআরএম-এর মাধ্যমে ট্রেন থামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সপ্তমত, ঝড়ের সতর্কবার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওভার হেড ইকুইপমেন্টের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হবে। পাশাপাশি ট্রেনগুলিকে বিশেষভাবে ইয়ার্ড বা স্টেশনে থামানো হবে এবং যথাযথভাবে সুরক্ষিত করা হবে। অষ্টমত, ইয়ার্ডে মালবাহী এবং কোচিং রেকগুলি যথাযথভাবে সুরক্ষিত করা হবে। নবমত, টাওয়ার কারগুলি যখন প্রয়োজন তখন সুইফট চলাচলের জন্য কৌশলগত স্থানে রাখা হবে। দশমত, পূর্ব রেলের কর্মকর্তারা ঝড়ের আপডেট পেতে আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। পাশাপশি পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে ঝড় এবং ট্রেন চলচলের বিষয়ে জানানোও হবে।

প্রসঙ্গত, আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আজ রবিবার মাঝরাতে সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের বরিশাল ডিভিশনের খেপুপাড়ায় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের। ল্যান্ড ফলের সময় এর সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার। এই রাজ্যে সাইক্লোন রিমেল-এর সব চেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। হাওয়া অফিস আরও জানাচ্ছে, শনিবার থেকেই বৃষ্টি শুরু হতে পারে শহর কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায়।

রেমালের বিপদ ঠেকাতে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঝড়ের আবহে বিপদ ঠেকাতে তৎপর পূর্ব রেল। ঝড়ের আশঙ্কায় পূর্ব রেলের তরফে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ২৫ ও ২৬ মে হাওড়া-ব্যান্ডেল-সিঙ্গুর শাখায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে। ইতিমধ্যেই বাতিল ট্রেনের সেই তালিকাও সামনে আনা হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে। ২৫ তারিখ হাওড়া-ব্যান্ডেল আপ শাখায় বাতিল খাতায় থাকছে- ৩৭২৭৩, ৩৭২৭৫, ৩৭২৮১, ৩৭২৮৫,৩৭২৯১।

ব্যান্ডেল-হাওড়া ডাউন শাখায় বাতিল খাতায় থাকছে-৩৭২৭২, ৩৭২৭৬,৩৭২৮০, ৩৭২৮৬, ৩৭২৮৮ লোকাল। ২৬ তারিখ হাওড়া-ব্যান্ডেল হাওড়া শাখায় বাতিল থাকছে- ৩৭২১১, ৩৭২১৩, ৩৭১২১৫, ৩৭২২১, ৩৭২২৯, ৩৭২৩৫, ৩৭২৩৯, ৩৭২৪১, ৩৭২৪৭ লোকাল। অন্যদিকে ডাউন শাখায় বাতিল থাকছে ৩৭২১২, ৩৭২১৪, ৩৭২১৮, ৩৭২২২, ৩৭২২৬, ৩৭২২৮,৩৭২৩২, ৩৭২৩৬, ৩৭২৪০ লোকাল। অন্যদিকে হাওড়া সিঙ্গুর শাখায় বাতিল করা হয়েছে- আপ ৩৭৩০৩, ডাউন ৩৭৩০৪ লোকাল। প্রসঙ্গত, হাওয়া অফিস বলছে রবিবার দুপুরের পর থেকেই বাংলা-বাংলাদেশ উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত। এদিকে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে এখন থেকেই তৎপর প্রশাসন। চলছে দফায় দফায় বৈঠক।

রেমালের মোকাবিলায় লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা : তৈরি হচ্ছে গভীর নিম্নচাপ। আম্ফান, আয়লা, ফনির কথা ভুলতে পারেনি বাংলা। আর তাই আগে ভাগেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরেরর তরফ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিকে তৎপর প্রশাসনও। রেমাল এলেও যাতে ক্ষয় ক্ষতিকে প্রতিহত করা যায় তাই আগেভাগে সতর্কতা অবলম্বন করল লালবাজার। লালবাজারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কারও কোন অসুবিধা হলে সরাসরি সাহায্য পাবেন দুটি বিশেষ ফোন নম্বরে। সেগুলি হল, ৯৪৩২৬ ১০৪২৮ এবং ৯৪৩২৬ ১০৪২৯।

পাশাপাশি লালবাজারের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, রেমালের দাপট থেকে শহরকে রক্ষা করতে থাকবে ইউনিফাইড ফোর্স। লালবাজার সূত্রে খবর, এই দলে রয়েছেন দমকল, পিডব্লিউডি, সিইএসসি, সিভিল ডিফেন্স, বনদফতর, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, কেএমডিএ, কলকাতা পুরসভা ও এইচআরবিসির কর্মী ও আধিকারিকরা।

একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশের প্রতিটি থানা ও ট্রাফিক গার্ডকেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। থাকবে গাছ কাটার যন্ত্র-সহ অন্যান্য সামগ্রী। এছাড়াও ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচনের পর বিভিন্ন জেলা থেকে শহরে আসতে শুরু করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তাদের আসতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখবে লালবাজার।

রেমালের সঙ্গে যুঝতে বাতিল পুরকর্মীদের ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের জন্য বাতিল করা হল রাজ্যের সমস্ত পুরসভার কর্মীদের ছুটি। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ছুটি বাতিল কর্মীদের। রাজ্যের সমস্ত পুরসভার জন্য ঘূর্ণিঝড়ের বিজ্ঞপ্তিতে জারি করল রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর। এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম 'রেমাল' দিয়েছে ওমান। আরবি 'রেমাল' শধের অর্থ বালি। রবিবার বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও বাংলাদেশের খুলনা-বরিশাল এলাকায় স্থলভাগে প্রবেশের সম্ভাবনা ঘূর্ণিঝড়ের। সেই সময় গতিবেগ থাকতে পারে ১২০ থেকে ১৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। ফলে উপকূলের জেলাগুলিতে দুর্যোগের আশঙ্কা। রবিবার ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে। সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা।

রেমালের সঙ্গে যুঝতে নগরোন্নয়ন দপ্তরে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। নম্বর হল, ০৩৩-২৩২১৭৯৮২/২৩২১৭৯৮৫। এছাড়াও প্রতিটি পুরসভাকে নিজস্ব কন্ট্রোল রুম খুলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নগরোন্নয়ন দপ্তরেরও সমস্ত কর্মী আধিকারিকদের ছুটি ২৮ তারিখ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। প্রতিটি পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ করে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বিদ্যুতের খুঁটি গুলোকেও নিরাপদ রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে সিইএসসি এবং ডব্লিউবিডিসিএল এর সঙ্গে যোগাযোগ করতেও বলা হয়েছে। নদীপথে ঝড়ের সময় ফেরি সার্ভিস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নির্দেশিকা রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও কর্পোরেশন গুলোকে পাঠানো হয়েছে বলে নগর উন্নয়ন দফতর সূত্রে খবর।

এদিকে পুরসভার পক্ষ থেকেও ২৪ ঘণ্টার জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা রয়েছে। কন্ট্রোল রুম নম্বর হল ০৩৩- ২২৮৬১২১২/ ১৩১৩/১৪১৪ । এর পাশাপাশি প্রতিটি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন প্রস্তুত রয়েছে। গাছ কেটে দ্রুত সরিয়ে ফেলার জন্য উদ্যান পালন বিভাগ ও জঞ্জাল সবাই বিভাগকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি নিকাশি দপ্তরের কর্মী-সহ প্রতিটি বরোতে একটি গ্যাং তৈরি রাখা হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ মিশন হামলায় কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিলিগুড়ির সেবক রোডের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনে হামলার ঘটনায় এবার কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক যুবককে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত আমন ঘোষ ওরফে মনোজ কেজিএফ গ্যাংয়ের অন্যতম সদস্য। অভিযোগ, রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা-সহ একাধিক অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে মনোজের সরাসরি যোগ রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ফেরার এই হামলার মূলচক্রী প্রদীপ রায়। উল্লেখ্য, গত ১৯ মে ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার সেবক রোডের উপর অবস্থিত 'সেবক হাউসে' প্রায় ৩০ জন দুষ্কৃতী ঢুকে রামকৃষ্ণ মিশনের বেশকিছু আশ্রমিক ও নিরাপত্তারক্ষীদের বাইরে বের করে দেয়। প্রত্যেকের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকাতে একে একে আশ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রদীপ রায় নামের এক দুষ্কৃতী

এই ঘটনার নেপথ্যে ছিল তা জানিয়ে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ। তার পর থেকে হামলাকারীদের ধরতে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)।

কলকাতার একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়েই গ্রেপ্তার করা হয় মনোজকে।

এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ছয়জন গ্রেপ্তার হয়েছে। যদিও, এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত প্রদীপ রায়। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল। মূর্তিতে মালা দান করলেন বিমান বসু।
ছবি: অদিতি সাহা

ভোটের আগে উত্তেজনা ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে আবারও রাজনৈতিক হিংসা ছড়ানোর ঘটনায় উত্তেজনা ভাঙড়ে। এবার রাতের অন্ধকারে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আইএসএফের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা। শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে বিরোধীদের চোর বলে কটাক্ষ ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে ভাঙড়ে চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের দক্ষিণ বামুনিয়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ও এক তৃণমূল সমর্থকের মুদিখানার দোকানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি আইএসএফের দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। যার কারণে পার্টি অফিসে থাকা তৃণমূলের দলীয় পতাকা, ডেমো ব্যালট, স্লিপ এমনকী টেলিভিশন সহ অনান্য সামগ্রিক পুরে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তৃণমূল সমর্থকের মুদিখানার দোকানে আগুন লাগায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলেও খবর। খবর পাওয়ার পর এদিন ঘটনাস্থলে যায় ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা। আইএসএফ এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করে সওকত মোল্লা। যদিও আইএসএফ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। প্রকৃত আগুন লাগার তদন্তে উত্তর কাশিপুর থানার পুলিশ।

কমিশনের তথ্যভাণ্ডারে উঁকি, প্রার্থীদের কে, কোথায় দাঁড়িয়ে?

অশোক সেনগুপ্ত

ব্যারাকপুরের ভোট হয়ে গিয়েছে। রয়ে গিয়েছে কোটি টাকার প্রশ্ন, শেষ হাসি কে হাসবেন; অর্জুন সিং না পার্থ ভৌমিক। শনিবার টানটান উত্তেজনা তমলুকে। চলছে অশান্তিও। সেখানেও মূল প্রশ্ন অভিজিৎ-দেবাংশুর মধ্যে কে টেক্কা দেবেন অপরকে? গত লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুরের ফলাফলে বিকাশ ভট্টাচার্যর মতো ওজনদার প্রার্থীও ল্যাজেগোবরে হয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। সেই কাস্তে-হাতুড়ি সমর্থকরা কিন্তু এবার তাঁদের প্রার্থীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে ১ জুনের ভোট নিয়ে।

এইরকম টানটান উত্তেজনার মধ্যে অনেকে জানতে চাইছেন প্রার্থীদের 'অআকখ'। কৌতূহলীরা সোজা কম্পিউটারের মাধ্যমে ঢুকে পড়ছেন নির্বাচন কমিশনের ভাঁড়ার ঘরে। সেখানেই তো রাখা আছে প্রার্থীদের বিশদ তথ্য। কার বয়স কত? নিবাস কোথায়? পড়াশোনা কতদূর? স্থাবর-অস্থাবর কত সম্পত্তি? মানে, যেগুলো প্রার্থীরা আইন মেনে হলফনামা দিয়ে কমিশনকে জানাতে বাধ্য। তারপর কোন কেন্দ্রে কতজন প্রার্থী হতে আবেদন করেছিলেন? কতজনের আর্জি মঞ্জুর হয়েছে? শেষ পর্যন্ত কতজন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন? নির্দল কতজন? প্রার্থীদের পুরুষ-মহিলা কত? এ সব বিশ্লেষণও তো 'সেফোলজি'! শনিবার পশ্চিমবঙ্গের সাতটি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট চলছে। এগুলোর মধ্যে বড় আকর্ষণ তমলুক। প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বনাম তৃণমূলের তরুণ তুর্কি দেবাংশু ভট্টাচার্য। অভিজিৎবাবুর মনোনয়ন জমা পড়েছে দু'বার। ৪ঠা এবং ৬ মে। শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত কমিশনের ভাঁড়ারে ওনার তথ্যে উঁকি মারা হয়েছে যথাক্রমে ৩৩৯ ও ২৮০ বার। দেবাংশু মনোনয়ন দিয়েছেন একবারই ২ মে। তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়েছে ৩৯৮ বার। ওই কেন্দ্রে সিপিএম-ও আশাবাদী। তাদের প্রার্থী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৩রা ও ৪ মে। তাঁর ওই দু'দিনের তথ্যে উঁকি মারা হয়েছে যথাক্রমে ১৭৮ ও ১২৪ বার। ওই কেন্দ্রে ১৯ জনের আবেদন গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের মাঠে আছেন ৯ জন।

হুগলি কেন্দ্রের ভোট হয়ে গিয়েছে। দুই অভিনেত্রী, তৃণমূলের রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে কে জিতবেন,

তা জানা যাবে ৪ জুন। রচনা

মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ২৯ এপ্রিল। আর লকেট ৩০ এপ্রিল। শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত কমিশনের সাইটে ওঁদের তথ্য ঘাঁটা হয়েছে যথাক্রমে ৪৪১ আর ৪৮০ বার। ওই কেন্দ্রে ২১ জনের আবেদন গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের মাঠে ছিলেন ১২ জন। যাদবপুরে মজার ব্যাপার বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ১ বারই। শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত তাঁর তথ্য ঘাঁটার প্রমাণ আছে ৩৩৪ বার। কিন্তু সিপিএম-এর 'তরুণ তুর্কি' সৃজন ভট্টাচার্য একই তথ্য জমা দিয়েছেন ৩ বার। তাঁর সম্পর্কে বিশদ জানতে এই তিন ক্ষেত্রে খোঁজ নেওয়া হয়েছে ৬৫৩, ১৮৬ আর ২৭৩ বার। তৃণমূলের ৩১ বছরের সায়নী ঘোষও জমা দিয়েছেন ৩ বার। তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়েছে ৭৩৪, ২২৭ ও ২৩৫ বার। যাদবপুরে ২২ জনের আবেদন প্রার্থী হিসাবে গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের মাঠে থাকবেন ১৬ জন।

'ব্যারাকপুরের বাহুবলী' অর্জুন সিংহর মনোনয়ন জমা পড়েছিল ছ'বার। এর মধ্যে ৫ বার ২৯ এপ্রিল। একবার ৩ মে। তত্ত্ব তালাশ হয়েছে ৪৯২, ২৬০, ১০৪, ৪৬, ২৭৪ ও ২৬৫ বার। আর তৃণমূলের মন্ত্রী পার্থরও মনোনয়ন জমা পড়েছিল ছ'বার। এর মধ্যে ৪ বার ২৯ এপ্রিল। একবার ৩ মে। তত্ত্বতালাশ হয়েছে ৩৩৯, ৪৫, ১৯২, ১৮৫, ২১৫ ও ১৯ বার। দেবদূত ঘোষ ২ মে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন উপর্যুপরি চারবার। সেই তথ্যে উঁকি মারা হয়েছে ১৯৮, ৪১, ৩৭ ও ১৯০ বার। ব্যারাকপুরে মোট ৩৪ জন আবেদনকারীর মধ্যে ২৭ জনের আবেদন গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের মাঠে ছিলেন ১৪ জন।

গত ৭ মে যাদবপুরে এসইউসিআই প্রার্থী কল্পনা নস্করের মনোনয়ন জমা পড়েছে দু'বার। এই দুই আবেদনে খোঁজ নিয়েছেন ৫১ ও ৪৬ জন। অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের নাম ক'জন জানেন? যাদবপুর কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী নুর আলম খানের বিশদ জানতে উঁকি মারা হয়েছে ১১১ বার। মূলনিবাসী পার্টির গোপেন সর্দারের ক্ষেত্রে ৫২ বার। বহুজন সমাজ পার্টির সন্দীপ নাথের ক্ষেত্রে ৮১ বার।

বাংলাদেশি সাংসদ খুন: ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ৮০ টুকরো দেহ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: ফের বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম হত্যাকাণ্ডে ভয়ংকর সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে এল। খুনের ঘটনায় ধৃত কসাই জিহাদকে লাগাতার জেরা করে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। জানা গিয়েছে, আনোয়ারুলের দেহ ৮০ টুকরো করে নিউটাউন, ভাঙড় এলাকার নানা জায়গার জলাশয়ে লোপাট করা হয়েছে। তার বিনিময়ে ৫০০০ টাকা পেয়েছে সে। আর তার এই স্বীকারোক্তির পর তদন্তকারীদের একাংশের মত, সে সব খণ্ডাংশ উদ্ধার করা আরও কঠিন হয়ে গেল। গত ১২ মে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসেন ঝিনাইদহের সাংসদ

আনোয়ারুল আজিম। ১৩ তারিখ রাতে তিনি নিউটাউনের ফ্ল্যাটে খুন হন। দিন দুই নিখোঁজ থাকার পর তাঁর হত্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় পুলিশ। এই ঘটনার তদন্তভার যায় সিআইডির হাতে। হত্যায় জড়িত সন্দেহে বাংলাদেশ থেকে তিনজন গ্রেপ্তার হয়। অন্যদিকে, বনগাঁ থেকে গ্রেপ্তার হয় জিহাদ ও সিয়াম নামে দুই ব্যক্তি। এদের মধ্যে জিহাদ কসাই। বাংলাদেশের জেরায় জানা যায়, সাংসদকে খুনের জন্য তাদের সুপারি দেওয়া হয়েছিল। তাই মুম্বই থেকে কলকাতায় এসে কাজ শেষের পর বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ পালানোর ছক ছিল। তার মাঝেই ধরা পড়েছে। ৫০০০ টাক দেওয়া হয়েছিল জিহাদকে। খুনের পর আনোয়ারুলের দেহ ৮০ টুকরো করা হয়। মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। হাড়, মাংস পৃথক করে হলুদ মাখিয়ে একেকটি টুকরো একেক জায়গার জলাশয়ে ফেলা হয়েছে। তবে পুলিশের অনুমান, দেহাংশ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

সম্পাদকীয়

তাপপ্রবাহের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হলে সরকারের মিড ডে মিল থেকে বঞ্চিত হয় দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়ারা

বিগত কয়েক বছর থেকেই দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে তীব্র তাপপ্রবাহ শুরু হলেই সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়গুলির পঠনপাঠন দিবস অনেকটাই কমে যাচ্ছে। দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান, যারা মিড-ডে মিলের মাধ্যমেই কিছুটা পুষ্টি লাভ করে, তারা বঞ্চিত হচ্ছে। বিকল্প হিসাবে সকালে ক্লাসের কথা ভাবতে বলেছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা কম। একটা সময় গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত ভাবেই প্রায় মাস দেড়েক সকালে ক্লাস হত। তখন বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ হত পরিচালন সমিতির হাত দিয়ে। শিক্ষকদের অধিকাংশই হতেন স্থানীয় অধিবাসী। দু'-চার জন শিক্ষক বহিরাগত হলেও যানবাহনের অপ্রতুলতার জন্য তাঁরা সাধারণত বিদ্যালয়-এলাকাতেই থাকতেন। ফলে সকালে ক্লাস হলেও সমস্যা হত না। কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠনের পরে অধিকাংশ শিক্ষকই এখন বাইরে থাকেন। বিদ্যালয়ের অবস্থান প্রত্যন্ত এলাকায় হলে তাঁরা কাছাকাছি শহরে থাকেন। সেই সব শহর থেকে অত সকালে বিদ্যালয় পৌঁছনোর মতো পরিবহণ ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। পত্রলেখিকা ওই সময় তাঁদের বিদ্যালয়ের কাছাকাছি বাসা ভাড়া নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য বাসা ভাড়া দিতে ক'জন রাজি হবেন? তা ছাড়া প্রত্যন্ত এলাকায় ভাড়া দেওয়ার মতো পরিকাঠামো ক'জনের বাড়িতে থাকে? শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটি বিকল্প প্রস্তাব রাখছি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ একটি মডেল ছুটির তালিকা প্রকাশ করুক, যেখানে এপ্রিল মাসের শেষের দিক থেকে জুনের ১০ তারিখ পর্যন্ত গ্রীষ্মের ছুটি উল্লিখিত হোক। রবিবার বাদ দিয়ে চল্লিশ দিন ওখানে ধরা থাক। পুজোর ছুটিকে রবিবার বাদ দিয়ে যদি সাত দিনে নামিয়ে আনা যায়, তা হলে এই দু'টি বড় ছুটিতে ৪৭ দিন ব্যয় হল। বাকি ছুটির দিনগুলির জন্য সর্বাধিক ২৩ দিন ব্যয় হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বর্তমান বাৎসরিক ৬৫ দিন ছুটির তালিকাতে সামান্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিষয়টির একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান করা যেতে পারে।

আনন্দকথা

আর সেই অপরূপ রূপদর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!
এইবার গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন ঃ

চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।
(চিদানন্দরসে, হায় রে) (প্রেমানন্দরসে)।।

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাস্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল ঃ

''প্রেমানন্দরসে হও রে চিরমগন।'' (হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে)।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

বিলাসরাও দেখমুখ

১৯৩২ *বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক বেনু সেনের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিলাসরাও দেশমুখের জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট কুস্তিগীর সুশীল কুমারের জন্মদিন।*

মদন তাঁতি, ললনা এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সঞ্জয়কুমার দাস

'অতসীমামী'কে যদি আবির্ভাব ধরি, তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চর্চার ইতিহাস শতবার্ষিকীর শিয়রে। জন্মশতবার্ষিকীর দেড় দশক পরেও পাঠকের টেবিলে তাঁর অবাধ যাতায়াত। মৃত্যুর ছয় দশক পেরিয়েও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। আরও বিস্ময়ের যে, এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন অনাবিষ্কৃত। এই অনাবিষ্কৃতের সরণিতেই চলছে খননকার্য। শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক প্রয়াস খননকার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে অগ্রন্থিত রচনাবলির অনুসন্ধানে। এমনই আর একজন খননকারী যুগান্তর চক্রবর্তী। যুগান্তর চক্রবর্তীর সূত্র ধরেই মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কারে পাঠক সম্যক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। অবশ্য তাতেও যুগান্তর চক্রবর্তী, কৃতিত্ব দিয়েছেন শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। তাঁর তিন দশকীয় সাহিত্য জীবনের পরতে পরতে গচ্ছিত আছে হীরা-মানিক্য। অথচ অঙ্কের মাস্টারমশাইই যেন মেলাতে পারেননি জীবনের অঙ্ক। কিংবা মিলিয়েছেন বটে, কিন্তু সময় সংকটের জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে তাঁর জীবনতরী নিকিনারা দরিয়ায়। যেখানে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়, যেতে হয় অনিচ্ছাতেও। কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাধর ক্ষণজন্মা লেখকের তালিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বর্ষপঞ্জি অনুসারে ১৯০৮ সালের ১৯ মে তাঁর জন্মদিন। সেদিক থেকে আজ তাঁর জন্মজয়ন্তী। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে নানান স্বাদে নতুনরূপে উদ্ভাসিত হবেন তিনি। স্বভাবতই তাঁকে নিয়ে নানান চর্চার মাঝে অদ্যকার লেখনিতে একটি অনালোচিত অধ্যায় উন্মোচনের বাসনা রাখি।

শিরোনামেই সে আভাষ উন্মোচিত। 'শিল্পী'। সাহিত্যিক মাত্রই শিল্পী। যদিও কবিগণকে কবিতাশিল্পী বলার চল সম্ভবত নেই তথাপি গল্প ও উপন্যাস লিখিয়েদের 'কথাশিল্পী' অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়। সে অর্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা কালজয়ী শিল্পী। কিন্তু 'শিল্পী' পদবন্ধটির সাথে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পৃক্তি এখানেই সীমায়িত নয়। 'শিল্পী' বলতেই পাঠক স্মরণে নবারুণের ন্যায় উঁকি দেয় মদন তাঁতি। সে পরিচয়ে 'শিল্পী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক শ্রেষ্ঠ গল্প। ১৯৪৬ সালে বাংলা ১৩৫২-৫৩ বঙ্গাব্দে 'সীমান্ত' পত্রিকায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত। বছর দুয়েক আগেই মানিকবাবু যোগ দিয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। এযাবৎ সৃষ্ট সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন থিয়োরির ব্যূহে তিনি ছিলেন বিদ্যমান, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর সেই তিনিই বাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টিকেই করেন ধ্যানজ্ঞান। স্বভাবতই শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তাঁর প্রতিভা তুল্যমূল্যের নিরপেক্ষ বিচারের সরণি রহিত। 'ধুলোমাটি'র কথাকার ননী ভৌমিক 'পরিচয়' পত্রিকার চৈত্র ১৩৬০ সংখ্যায় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথসন্ধান' শিরোনামাঙ্কিত সমালোচনার উপসংহারে মানিকবাবুকে জ্যান্ত হাতির সাথে তুলনা করে বলেছেন, ''বেস্ট-সেলারের পুষি বেড়ালটার বাজার-দর জানি না। কিন্তু হাতি যদি মরাও হত তবু তার দাম হত লাখ টাকা। আমাদের সৌভাগ্য মানিকবাবু মরা নন।'' ননী ভৌমিকের এ সমালোচনার পরেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বছর চারেক জীবিত থাকবেন। পাঠককুলকে উপহার দেবেন 'নাগপাশ', 'ফেরিওয়ালা', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে', 'হরফ', 'শুভাশুভ', 'পরাধীন প্রেম', 'হলুদ নদী সবুজ বন', 'মাশুল' প্রভৃতি।

স্বভাবতই 'শিল্পী'তে আছড়ে পড়বে 'আর্ট ফর ম্যান সেকে'র অনুরণন। নান্দনিকতা নয়, বাস্তবতার দেওয়ালে শব্দশিল্পের চাবুক হেনেছেন কথাকার। মদন তাঁতিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্বের কিংবদন্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এ লেখনিতে মদন তাঁতির শিল্পীতেই আটক না থেকে অন্য এক 'শিল্পী' গল্পের ভুবনে ডুব দিতে চাই। বিস্ময়ের কথা সেই 'শিল্পী' গল্পটিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। সেটি প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়। অর্থাৎ একই শিরোনামে একজন লেখকের দুটি গল্প। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির প্রকাশকালগত তফাৎ ছয় বছর। কেন একই নামে দুটি গল্প লিখলেন তিনি? দ্বিতীয় গল্পটিকে তিনি কোনও গ্রন্থে স্থানই বা দেননি কেন? তবে কি 'শিল্পী' নামে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকর্মীদের গল্পগাথার সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নির্মাণের অভিপ্রায় ছিল তাঁর? না তেমন কোনও ইঙ্গিত আপাতত অজানা। যাইহোক গল্পদ্বয়ের পাঠবিশ্বে সমান্তরাল পরিসর প্রস্তুতই এখন ভবিতব্য।

মন্বন্তর ক্লিষ্ট বাঙালি জনজীবনে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস মৃত্যুর লেলিহান শিখায় আকাশচুম্বী। সমান্তরালে বস্ত্র সংকট ও কালোবাজারির কপট দর্শনে নির্মিত 'শিল্পী' গল্পটি তাঁতি সমাজের চাক্ষুস দর্শনই শুধু নয়, একজন শিল্পীর শৈল্পিক আভিজাত্যের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করার ঐকান্তিকতাও বিদ্যমান। তাতে অর্থাভাবের শাসানি আছে বটে, জঠরানলের দগ্ধতা থেকে মুক্তির অবিকল্প উপাখ্যানে আত্মসমর্পণের কাহিনিও আছে, কিন্তু সে কাহিনিবিশ্বে আছে অভিমানী নিরুপায় মদন তাঁতিও। যিনি ফাঁকা তাঁত চালিয়ে শারীরিক আড়ষ্টতা জয় করতে পারেন তবু জঠরজ্বালার নিয়ন্ত্রণে শিল্পের সাথে আপোস করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন।

এ কাহিনির ছয়বছর পরে প্রকাশিত 'শিল্পী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ললনা। যিনি একজন সুরশিল্পী। এ গল্পেও দাগ কেটেছে দুর্ভিক্ষের ছায়া। দুর্ভিক্ষ পীড়িত আশ্রিত বালক নিমাই। চাকরবৃত্তির কাজ করে বটে, কিন্তু তার চিত্তেও আছে সুরের মায়াবী অনুরণন। 'কিছুদিন ললনার গান রেডিও-তে প্রায় রোজই দেওয়া হত। বিদ্রোহের গান নয়, সাধারণ দেশাত্মমূলক গান, সাধারণ ভাষায় জগতের অন্য সমস্ত এগিয়ে যাওয়া দেশের সঙ্গে আমরাও এগোবো, এই সরল সহজ গান, এরকম গান পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। তবু রেডিও-তে বন্ধ হয়ে গেছে ললনার গান।' রেডিওতে ললনার গান পরিবেশন বন্ধ হয়ে গেলেও বাস্তবে তার সুরের মোহিনী শক্তি সমান জাগ্রত। ললনার সঙ্গীত শিক্ষক অমিয়বাবু। যারা গান করেন, তাঁদের শরীর সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। কিন্তু ললনার এক অসুখ আছে। হাঁপানির। স্বভাবতই এক বড়ো সভায় তাঁর যেদিন গান গাইবার কথা, যেদিন নিমাইয়েরও ললনার সাথে সেখানে যাওয়ার কথা সেদিনই অসুখটা চাড়া দিয়ে ওঠে ললনার। ইঙ্গিত পায় নিমাইও। গান গাইতে নিষেধও করে। কিন্তু ললনা তা সত্ত্বেও গান গান এবং সেদিন রাত্রেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ আগেও যিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গাইলেন, তাঁর এহেন অসুস্থতা পরখ করে নিমাইয়ের অভিব্যক্তি, 'এই মানুষটা কি করে আজ সকালে প্যান্ডাল বোঝাই মানুষকে মাতিয়ে দিয়ে এল? সকালে তার গান শুনে যারা মুগ্ধ হয়েছিল তাদের কেউ জানতেও পারছে না, অমন গান যে গাইতে পারে কি ভয়ানক কষ্টে সে এখন ছটফট করছে।' বাড়ির লোকদের পীড়াপীড়িতে আসেন হরেন ডাক্তার। এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, ললনা আর গান গাইবেন না। সুস্থ থাকার অভিপ্রায়ে গানের রেওয়াজ বন্ধ। সভাসমিতিও। সঙ্গে নিয়ম করে সুষ্ঠু জীবনযাপন। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন ললনা। কিন্তু গান একেবারে বন্ধ। ওদিকে ম্যাডামের গান বন্ধে নিঝুম লাগে নিমাইয়ের। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে সে গ্রামে বাড়িতে যায়। গানের প্রতি তার ভালোবাসা আছে। তা দেখেই ললনা তাকে গান শেখানোর আশ্বাস দেয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে গান বন্ধ হয় ললনারই। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে নিমাইয়ের।

একসময়ে নিমাই প্রত্যাবর্তন করে ললনার গৃহে। ওদিকে হাঁপের টানে স্বস্তি পান ললনা। এবং বিশ্বাস করতে শুরু করেন গান বন্ধের কারণেই তিনি আরোগ্যের পথে। একরকম বাধ্যও হন বিশ্বাসে। কিন্তু নিমাই বিশ্বাস করে না গান বন্ধের কারণেই ললনা সুস্থ। সে বলে, 'এমনিই সারত, শরীরের যত্ন নিলে। গান গাইলে নাকি অসুখ হয়।'

নিমাইয়ের এ কথাই বেদবাক্যের ন্যায় ললনার চৈতন্যে টনক নড়ায়। আগামী রবিবারের সভায় গান গাওয়ার প্রস্তুতিতে ভোররাত্রে গান সাধতে শুরু করেন ললনা। প্রাণ ফিরে পায় নিমাই। গরম পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে ললনা বলেন, 'কি জানিস, ভেবে দেখলাম, সত্যি সত্যি গানের জন্য অসুখ কিনা পরখ করে দেখা তো উচিত? সেরে যে গেছে সেটা একমাস খুবই নিয়মে ছিলাম সেজন্যও হতে পারে তো! নিয়মে থেকে গান গেয়ে দেখা যাক কি হয়।' গল্প এখানেই শেষ নয়। গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে নিমাইয়ের ঈপ্সিত জয়ে, 'তুমি গান না গেয়ে পারবে? নিজে মেতে এমন মাতিয়ে দাও মানুষকে।'

মানুষকে মাতানোর নেশা যাদের পেয়ে বসেছে, অর্থাভাব-অসুখের অছিলায় হাতগুটিয়ে গৃহবন্দী থাকা তাঁদের নিকট দ্বীপান্তর বাসের সমতুল। মদন তাঁতি এবং ললনা উভয়েই আত্মদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন শিল্পের টানে। মদন তাঁতির অর্থাভাব আর ললনার অসুখ এ দুইই তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক জীবনের পাথেয়।

মানিকবাবুও অর্থাভাব ও অসুস্থতার রক্তচক্ষু শাসনে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। মদন তাঁতি কি প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং তার স্রষ্টা নন। মদন তাঁতির আশ্রয় ছিল বস্ত্রশিল্প আর মানিকবাবুর? মানিকবাবুও তো কথাশিল্পের আঙিনায় আদর্শচ্যুত হতে পারেননি। প্রগতিশীলতার যে মর্মবাণী মানিকবাবুর অন্তরে অট্টালিকা স্বরূপ, সে অট্টালিকা থেকে আস্তাকুঁড়েতে আসতে পারেননি। নান্দনিক সুখ মাহাত্ম্যে অবগাহন না করে আদর্শের অট্টালিকায় অটল থেকেছেন। ভুবন ঘোষাল কি শিল্প সাহিত্যের ভিন্ন মতবাদ নয়? যে মতবাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গামছা বোনার সমতুল। মদন তাঁতির অর্থনৈতিক সমস্যাজর্জর চিত্রটি কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের প্রকৃত চিত্র নয়? মদনের বৌয়ের উগ্র মন্তব্য 'এক পয়সার মুরোদ নেই গব্বো কত!' এমন কথা মানিকবাবুকেও হজম করে থাকতে হতে পারে না কি? মানিকবাবুই তো পরামর্শ দিয়েছেন, 'দুটি ডাল-ভাতের সংস্থান না রেখে বাংলাদেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না আসে।'

আবার অসুখের হ্যাঁচকা টানে শেষ না হয়ে তাকে স্বীকার করে নিয়েই শিল্পচর্চার ধারা বজায় রাখতে ললনা যে গবেষণায় নেমেছেন, সে গবেষণাও তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনের গবেষণা। মৃগী রোগাক্রান্ত মানিকবাবুও তো মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে সাহিত্যশিল্পে নিমগ্ন থেকেছেন আমৃত্যু। মৃত্যুর মাত্র চারদিন আগেও উল্টোরথ পত্রিকার দপ্তরে গিয়েছেন 'প্রাণেশ্বর' উপন্যাসের প্রুফ সংশোধনে। বলা ভালো নিমাইয়ের কথায় ললনা যেভাবে মানুষ মাতানোর খেলায় মেতেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আখেরে কথাশিল্পে পাঠককে মাতিয়ে রেখেছিলেন। যার সূচনা হয়েছিল 'অতসীমামী'তেই। ললনার গল্প তো শেষ হয়েছে। পাঠক জানেন না ললনার গবেষণার ফলাফল। কিন্তু ললনাকে সৃষ্টির বছর চারেকের মধ্যেই পরলোকে পাড়ি জমাতে হয় তার স্রষ্টাকে। এ ফলাফল পাঠকের জানা। ললনার কাহিনি যদি আরও খানিকটা বিস্তৃতির অবসর পেতো, তবে তার পরণতিও কি হতো স্রষ্টার পরিণতিই? ললনার গান সাধা তো মানিকবাবুর শরীরের ওপর অত্যাচার করে সাহিত্য সৃষ্টির সমগোত্রীয়ই। শিল্পচর্চায় কি কায়িক অসুখ নিবারণ হয়। যদি হতো, তবে কি মানিকবাবুকে অকালে নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাড়ি জমাতে হয়?

মদন তাঁতি, ললনা এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক এবং অভিন্ন। একটু সচেতন দৃষ্টিতে পরখ করলেই বোঝা যায় শিল্পের অমোঘ বাণীই শিল্পী ত্রয়ীর জীবনে ক্যানভাস রচনা করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি ব্যতিক্রম আছে। মদন তাঁতি এবং ললনার জীবনে শিল্পের জয় ঘোষিত হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি শিল্পীর সম্মানে সম্মানিত হচ্ছেন। কেন এ জিজ্ঞাস্য? কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার দরুন তাঁর সৃষ্টি সম্ভারকে একপেশে করে রাখতে চান অনেকে। কিন্তু সেটা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তাও বিচার্য। বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠায় নয়, সৃষ্টির মাহাত্ম্য শিল্প সার্থকতার মাপকাঠি হোক। ননী ভৌমিকের কথা ঋণ নিয়েই বলি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন্ত হাতি। তাঁর মূল্য অমূল্য।

তথ্যঋণ

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, যুগান্তর চক্রবর্তী (সম্পা), বেঙ্গল পাবলিশার্স, মার্চ ২০০৮
২. অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়েরি ও চিঠিপত্র, যুগান্তর চক্রবর্তী (সম্পা), দে'জ, অক্টোবর ২০১৯
৩. মানিক সাহিত্য সমীক্ষা, নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা), পুস্তক বিপণি, জুন ১৯৪১
৪. পরিচয় পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৯
৫. পরিচয় পত্রিকা, চৈত্র ১৩৬০
৬. উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য

পুস্তক পরিচয়

মাধবো হৃদি

সত্যব্রত কবিরাজ

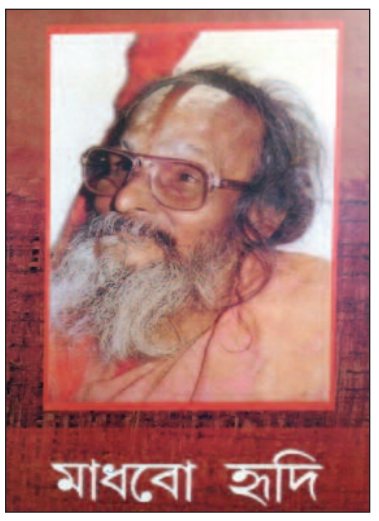

জ্ঞান ভক্তি সেবা ও কর্ম-এই চতুর্বর্গ নিয়েই ছিল হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য তথা ওমানন্দ তথা ত্রিদণ্ডীস্বামী মাধব রামানুজ এর জীবন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাদেবের লীলাসহচর ছিলেন। নামপ্রচারে মাধম রামানুজ ওঙ্কারনাথদেবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ একান্ত সেবক রূপে কাজ করেছেন। তাঁর সেবায় ওঙ্কারনাথজি এতটাই প্রীত ছিলেন যে মাধব রামানুজকে তিনি 'মা' আখ্যা দিয়েছিলেন। একবার হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ আশ্রমে যাওয়ার পথে তিনি শুনলেন আনন্দময়ী মা দেরাদুন আশ্রমে অবস্থান করছেন। তিনি আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতে চাইলেন। কিন্তু কোনও সাধুমহাত্মা আগাম সূচনা ব্যতীত কোনও আশ্রমে যাওয়াতে কিন্তু কিন্তু বোধ করতেন। মাধব রামানুজকে ওঙ্কারনাদেব জানালেন, ওরে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কি আগাম অনুমতি লাগে নাকি। চল মায়ের দর্শন করে যাই।' এই বলে তিনি দেরাদুন আশ্রমে আনন্দময়ী মায়ের চরণে প্রণত হয়ে বললেন ' মা তোমায় দর্শন করতে এলুম। এপথ দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই ভাবলাম মায়ের দর্শন করে যাই। একথা শুনে আনন্দময়ী মা উত্তরে বললেন, বাবা, দর্শন করতে এলে না-দর্শন দিতে এলে।' একথা মাধব রামনুজই পরবর্তীতে ওঙ্কারনাথদেবজির ভক্তদের কাছে গল্প করেছেন। মাধব রামানুজজির সম্পর্কে একাশিজনেরও বেশি ভক্ত অনুরাগী মাধবো হৃদি গ্রন্থে তাদের অনুরাগের কথা প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির কলেবর তাই ছয়শো একাশি পৃষ্ঠাতে দাঁড়িয়েছে। ভক্ত এবং অনুরাগীগণ যে তাদের প্রিয় ঠাকুর এবং তাঁর লীলাসঙ্গীদের সম্পর্কে একটু বেশি রকম আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন সেকথা বলাই বাহুল্য। মাধব হৃদি গ্রন্থটিতে তেমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তবে মাধম রামানুজের জ্ঞান ভক্তি সেবা ও কর্ম নিয়ে যে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে সেক্ষেত্রে কোনও বাহুল্য হয়নি। তিনি ঠাকুরের সেবক হিসেবে যে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং অনুরাগীদের প্রতি যে প্রীতিপূর্ণ আবেগে আপন করে নিয়েছিলেন তার কোনও তুলনা হয় না বলেই ভক্তরা তাঁর সম্পর্কে এমন আতিশয্য প্রকাশ করেছেন তাদের লেখনীতে। মাধব রামানুজ নিজে থেকে কারও সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অংশ নিতেন না। স্বল্পবাক মানুষটি ছিলেন সততই ছিলেন তাঁর নিজের কাজে মগ্ন। শারীরিকভাবেও তিনি বেশ পটু ছিলেন না। তবে ওঙ্কারনাথদেবের সঙ্গ পাওয়ার পর তিনি দেহবোধ বোধহয় ত্যাগ করেছিলেন। নাহলে এমন অমানুষিক সেবার ভার নেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ মহাপুরুষদের চলাফেরার মধ্যে অনির্দেশ্য কর্মসূচি থাকে। সেবকদের তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা যদিও তিনিই দেন,তবু যারা সঙ্গে থাকেন তাদের ওপরও ভার সহ্য করার ক্ষমতা থাকা জরুরি। এমনটাই দেখা গিয়েছে মাধব রামানুজের ক্ষেত্রে। তাঁকে অখিল ভারত জয়গুরু সংঘ আচার্যপদে বরণ করে নিয়েছিল।

মাধব হৃদি
প্রকাশক:শ্রীগুরু প্রকাশন, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়, মহামিলন মঠ।
সেবা মূল্য : ১৫০ টাকা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পরিত্যক্ত দূষণকারী প্লাস্টিক থেকে প্রযুক্তিতে তৈরি হচ্ছে উন্নতমানের ইট

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক গলিয়ে তৈরি করা হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব ইট। প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্রকল্পে দিশা দেখাচ্ছে ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়া। সংস্থা ইতিমধ্যে চালু করেছে প্লাস্টিক রিসাইক্লিং (প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট) এর একটি প্রকল্প। সেই প্রকল্পে একবার অব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক গলিয়ে তৈরি করা হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব ইট।

এক বছর আগে বাঁকোলা কোলিয়ারিতে ইসিএলের নিজস্ব জমিতে এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে। উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কঠিন তরল বজ্য নিষ্কাশন প্রকল্প থেকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নির্দিষ্ট মূল্যে কিনে আনা হয়। প্রথমে সেই প্লাস্টিক বেছে নিয়ে তা কেটে ছোট ছোট টুকরো করা হয়। তারপর বাছাই করা প্লাস্টিকের টুকরো মেশিনে গরম করে গলানোর পর নির্দিষ্ট ছাঁচে রেখে চাপ দিয়ে তৈরি করা হয় ইট। একটি ইট তৈরি করতে লাগে এক কেজি প্লাস্টিক। সংস্থার নিজস্ব বাগান সাজানো, সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজে উৎপাদিত ইট আপাতত ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাঁকোলা এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জয় কুমার সাহু জানান, এই প্রকল্পে প্লাস্টিক বাছাই ও কাটিং করার জন্য চুক্তিভিত্তিক চারজন মহিলা ও চারজন প্রশিক্ষিত পুরুষ কর্মী আছেন, তাঁরা ইট উৎপাদনের কাজ করেন। পুরো প্রকল্পটি দেখাশোনার জন্য রয়েছেন দু'জন ম্যানেজার। এই প্রকল্পে পরিত্যক্ত প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থানও হয়েছে বলে জানান সঞ্জয়বাবু ।

উল্লেখ্য, প্লাস্টিক ব্যবহারের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদরা। আর দূষণের জেরেই দিনে দিনে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা, বাড়ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। পরিত্যক্ত প্লাস্টিক যেমন পরিবেশ দূষণ বাড়ায়, তেমনই তৈরি হয় জঞ্জালের স্তূপ। যার কারণে পরিবেশে তৈরি হয় নানা রকম সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এখনও অজানা। তবে বিষয়টি নিয়ে পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রশাসনও জোর দিয়েছে পরিত্যক্ত প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ে।

ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে তটস্থ সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বকখালি: ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে তটস্থ সুন্দরবন। রেমালের প্রভাবে শনিবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন ও উপকূল এলাকার আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। দুপুরের দিকে বেশকিছু জায়গায় দু'-এক পশলা বৃষ্টিও হয়। এদিকে পূর্ণিমার কোটালের জেরে নদী ও সমুদ্রে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে জোয়ারের সময় বাঁধ উপচে জল ঢোকারও আশঙ্কা তৈরি হয়। এদিন সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি সহ উপকূল এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্কতার প্রচার চালানো হয়। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ইতিমধ্যেই উপকূলের ব্লকগুলিতে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। বিডিও অফিসের পাশাপাশি প্রতিটি পঞ্চায়েতে ত্রাণসামগ্রী মজুত রাখা হয়েছে।

শনিবার বেলায় কাকদ্বীপ মহকুমা প্রশাসন ভবনে রেমাল মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, সুন্দরবনের পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও ও ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার আধিকারিকরা। পরিস্থিতি খারাপের দিকে এগোলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপকূলের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেজন্য ফ্ল্যাড শেল্টার ও সরকারি স্কুলগুলি তৈরি রাখা হয়েছে।

রেমাল মোকাবিলায় বিশেষ বৈঠকের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলায় সব ধরনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। জেলা সদরে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। প্রতিটি ব্লকের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হবে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দলকেও প্রস্তুত থাকতে বলেছি। বড় দুর্ঘটনা এড়াতে প্রত্যেক দপ্তরকেই সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।'

TITAGARH

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

(পূর্বতন টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)

CIN : L27320WB1997PLC084819

রেজিস্টার্ড অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, ভারত
কর্পোরেট অফিস : টিটাগড় টাওয়ারস, ৭৫৬ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোন : ৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮০০, ইমেল : investors@titagarh.in ওয়েবসাইট : www.titagarh.in

নোটিশ

[কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''দি অ্যাক্ট'') এর ধারা ১২৪(৬) অনুযায়ী বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের জন্য]

আইনের ১২৪(৬) ধারার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, যার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে পঠিত হয়েছে, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে, কোম্পানিকে সেই সমস্ত শেয়ার হস্তান্তর করতে হবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট (''আইইপিএফ অ্যাকাউন্ট'') যেগুলির বিষয়ে একটানা সাত বছর ধরে লভ্যাংশ দাবি করা হয়নি।

এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের একটি তালিকা তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি সহ - ক্লায়েন্ট আইডি, যারা টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ নগদ/দাবি করেননি এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য, কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত **www.titagarh.in**-এ। কোম্পানি ১৬ আগস্ট, ২০২৪-এর মধ্যে তাদের শেয়ারে দাবি না করা লভ্যাংশ দাবি করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদেরকে পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছিল যাদের শেয়ার নিয়মানুযায়ী আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হতে পারে। কোম্পানি কোনো অনুরোধ পায়নি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে লভ্যাংশ/শেয়ার দাবি করার জন্য। যদি, ১৬ আগস্ট, ২০২৪-এর মধ্যে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও তথ্য না পাওয়া যায়, তবে পরবর্তী নোটিশ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট নিয়ম অধীনে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।

প্রকৃত আকারে ইক্যুইটি শেয়ারগুলি যা আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ, যদি থাকে, নতুন শেয়ার শংসাপত্র ইস্যু করে এবং সেগুলিকে ডিম্যাট ফর্মে রূপান্তর করে স্থানান্তর করা হবে। নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার পরে, পুরানো সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে। ডিম্যাট আকারে রাখা এবং আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য দায়বদ্ধ ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য, কোম্পানি ডিপোজিটরিগুলির সাথে যোগাযোগ করবে এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে স্থানান্তরিত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না। আপনি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় আবেদন করে দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত শেয়ার দাবি করতে পারেন।

যদি আপনার কোনও প্রশ্ন থাকে বা এই বিষয়ে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, ইউনিট : টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড, ২৩, আরএন, মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ০৩৩-২২৪৮২২৪৮; ০৩৩-২২৪৩৫৮০৯; ইমেল : **mdpldc@yahoo.com** এর সাথে যোগাযোগ করুন।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড'এর পক্ষে
(পূর্বতন টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
স্বা/-
দীনেশ আর্য
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫ মে, ২০২৪

কাজি নজরুলের জন্মদিনে বিজেপির প্রভাত ফেরি, রাজনৈতিক রংয়ে নারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার নজরুল মেলা শুরু হল কবির জন্মভিটা জামুড়িয়ার চুরুলিয়া গ্রামে। এ বছর এই মেলা ৪৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। পূর্বে নজরুল অ্যাকাডেমি এই মেলার আয়োজন ও জন্মজয়ন্তী পালন করলেও, কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় গঠন হওয়ার পর থেকেই নজরুল মেলা মূলত নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করে। এদিন কবির জন্মদিন উপলক্ষে সকালে প্রভাত ফেরির বের করা হয়। প্রভাত ফেরি থেকে শুরু করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন অনান্য অধ্যাপক থেকে শুরু করে নজরুল প্রেমী মানুষজন এবং সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

প্রভাত ফেরি শেষে কাজী নজরুলের সমাধি সৌধ ও তাঁর পত্নী প্রমীলা দেবীর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান এই অনুষ্ঠানে আগত অতিথি সহ সাধারণ মানুষ। নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত প্রভাত ফেরি ও অনুষ্ঠান শেষে পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় ও আসানসোল পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক বর্তমানে বিজেপি রাজ্য কমিটি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির উদ্যোগে আলাদা করে প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়। প্রভাত ফেরির শেষে তাঁরাও যান সমাধি সৌধ ও সমাধিস্থলে মাল্যদান করতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাত ফেরির সঙ্গে না এসে আলাদা করে প্রভাত ফেরি করার প্রসঙ্গে পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপি জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এখানে রাজনৈতিক কোনও রং নেই। রাজনৈতিক রং ছাড়া যে কেউ যখন তখন কবিকে সম্মান জানতে যেতেই পারে।' উল্লেখ্য, চুরুলিয়ায় আয়োজিত এই মেলা চলবে ৩১ মে পর্যন্ত।

এই কবিমেলা উপলক্ষে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতার নামি ও বিখ্যাত শিল্পীরা ছাড়াও বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিক ও সংগীত শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। মেলা চলাকালীন নজরুল অ্যাকাডেমির সংগ্রহশালা উন্মুক্ত করা হয়েছে জনসাধারণের জন্য। অনুষ্ঠান সম্পর্কে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই অনুষ্ঠানে জেলাশাসক, আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশনের ডিভিশন্যাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ সবাইকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে।

কবিতীর্থ চুরুলিয়াকে বিশ্ব বিখ্যাত করতে যা যা প্রয়োজন তার সহযোগিতার জন্য রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে কেন্দ্র সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন বলে তাঁকে জানিয়েছেন বলে দাবি উপাচার্যের।

আসছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল, সতর্কতা সুন্দরবনের উপকূলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। আছড়ে পড়তে পারে দুই ২৪ পরগনার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায়। তাই আগাম সতর্কতা জেলা প্রশাসনে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ ও হেমনগর উপকূল থানা এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। খোলা হয়েছে একাধিক ত্রাণশিবির। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও বিদ্যুৎ দপ্তরকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে ২৪ ঘণ্টার জন্য একটি হেল্পলাইন খোলা হয়েছে। পাশাপাশি সুন্দরবনের সব ক'টি ব্লক অফিসে আলাদা করে হেল্পলাইন ডেস্ক চালু করা আছে। উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মাইক প্রচার করে সচেতন করা হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সন্দেশখালি হেমনগর ও হিঙ্গলগঞ্জে একাধিক রেসকিউ সেন্টার চালু করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমস্ত জরুরি পরিষেবামূলক দপ্তরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। আগাম সতর্কতা হিসেবে

ঘূর্ণিঝড় রেমাল নিয়ে বাগদার হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে।

আগামিকাল অর্থাৎ রবিবার ঘূর্ণিঝড় রেমাল পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকায় আছড়ে পড়তে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর। তাই উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এলাকার সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মাইকে প্রচার শুরু করা হয় এদিন। ঝড় সম্পর্কিত নানা সচেতনতামূলক বার্তা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়। এককথায় রেমালের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি পুলিশ ও প্রশাসন।

রেমাল সামালে হাওড়ায় প্রশাসনিক তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী রবিবার দুপুরের পর থেকেই আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। হাওড়া, হুগলি, দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর সহ উপকূলবর্তী বেশ কয়েকটি জেলায় এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা আবহাওয়া দপ্তরের। আর সেই দিকটি মাথায় রেখেই হাওড়ায় প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। হাওড়ার শ্যামপুর এক ও দুই নম্বর ব্লক ইয়সের প্রভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই ক্ষতি পূরণ করার পর কয়েক বছরের মধ্যেই আবার এক ঝড় রেমাল আছড়ে পড়তে পারে হাওড়ার উপকূলবর্তী এলাকায়। প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। মোতায়েন রাখা হয়েছে এনডিআরএফ। ইতিমধ্যেই একপ্রস্থ নদী তীরবর্তী এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। এছাড়া এই দুই ব্লকে চলছে মাইকিং। মৎস্যজীবীদের নদীতে নামতে নিষেধ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে দুই ব্লক প্রশাসন সূত্রে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে ত্রাণ শিবিরও।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের বুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০১.২০২৪ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী রূপেশ দুবে (জামিনদাতা মেসার্স দুবে এন্টারপ্রাইজ)** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২২,৫৫,৭২১.০০ টাকা (বাইশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ একুশ টাকা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ মে ২০২৪ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ **২২,৫৫,৭২১.০০ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি রূপেশ চন্দ্র দুবের নামে এরিয়া ০.০২ একর, অবস্থিত মৌজা : কোত্রা, জেএল নং ১২১, আরএস খতিয়ান নং ৪২৮, আরএস প্লট নং ২৭৩২ এবং ২৭৩৫, গ্রাম এবং পো : কুস্তাউর, থানা : পুরুলিয়া, জেলা : পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১২৬, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং I595। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মিহির দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া পিসিসি রোড, পূর্বে : বীরু সুপকারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : নিজস্ব সম্পত্তি।

তারিখ- ২৪.০৫.২০২৪
স্থান- পুরুলিয়া

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

উত্তরপাড়ার হরিসভায় প্রাচীন হরি ঠাকুরের পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: ১০০ বছরেরও বেশি পুরাতন হরি ঠাকুরের পুজো উত্তরপাড়ার দু' নম্বর মাখলা হরিসভায়। এই উপলক্ষে তিনদিনেরও বেশি সময় ধরে নাম সংকীর্তন চলে, চলে হরি ঠাকুর নিয়ে আলোচনা। এলাকার নামই হয়ে গিয়েছে দু' নম্বর মাখলা হরিসভা। প্রত্যেক বছর ঠিক এই সময় দু'নম্বর মাখলা হরিসভায় হয় হরি ঠাকুরের পুজো অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের মূর্তি থাকে বেদিতে সাজানো হয় ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়, দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে বুধবার সন্ধ্যেবেলা থেকে শনিবার সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত চলে নাম সংকীর্তন। এই চারদিন ধরে দুবেলা ভক্তরা এসে হরি ঠাকুরের ভোগ প্রসাদ নিয়ে যান।

মাখলা টি এন মুখার্জি রোডের ধারে হরিসভায়। এই পুজো উপলক্ষে দু'টি বড় তোরণ বা গেট তৈরি করা হয় আলো দিয়ে সাজানো হয় এছাড়া আলোক মালায় সেজে ওঠে এলাকা ও নাম সংকীর্তনের জায়গা। এই হরি ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে পুরোহিত জানালেন, '১০০ বছরেরও বেশি ধরে এই প্রাচীন হরি ঠাকুরের পুজো হয়ে আসছে। এখানে তখন আমার বাবা পুজো করতেন। ভক্তদের বিশ্বাস এই হরি ঠাকুর খুব জাগ্রত। অনেকে মানত করেন। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন ২৪ প্রহর নাম গান হয় ঠাকুরের শেষ দিন বিকেলে হরি ঠাকুরের হরি লুট হয় যাদের মানত থাকে তাদের ওজনে বসিয়ে বাতাসা অনুযায়ী মেপে হরির লুট দেওয়া হয়।' তখন বিশাল ভিড় হয় পরিচালনায় দু'নম্বর মাখলা হরিসভা আমরা ক্লাব।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪৪,১১২.১৩	২৮,৬৫৫.৬৬	৩৫,৭০৮.৩৭	১১০,৭২৯.৮০	১০৩,৪১১.৫৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৭,৯৬৮.৭১	৫,৮৩২.৪৪	৭,৬০৩.৪১	১৯,৯২৪.১৮	১৯,০১২.৬৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৭,৯৬৮.৭১	৫,৮৩২.৪৪	৭,৬০৩.৪১	১৯,৯২৪.১৮	১৯,০১২.৬৮
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫,৫৯৪.৬১	৪,০৫৯.৪৩	৫,৮৬৩.৪৮	১৪,২০২.৯৪	১৪,৩০২.৮৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৫,৬৩০.২০	৪,০৪৯.৩০	৫,৮৪৫.৪৭	১৪,২০৮.১৪	১৪,২৬৬.০৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)				৭৫,০২৭.১৩	৬৪,৭২৫.৮২
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
	১. মৌলিক	৫৭.২৮	৪১.৫৬	৬০.০৩	১৪৫.৪২	১৪৬.৪৪
	২. মিশ্রিত	৫৭.২৮	৪১.৫৬	৬০.০৩	১৪৫.৪২	১৪৬.৪৪

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২৫ মে, ২০২৪ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেডের (www.bseindia.com) ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড -এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৫ মে, ২০২৪

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬০,২০৪.৯০	৪৩,৯৬৭.৭৪	৫২,৩০০.০১	১৬৯,২৬১.৩২	১৬২,৯৪১.৪২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৯,৯৪৫.২৯	৬,৪৩৬.১৮	৯,২১৬.৪৩	২৭,০৮৪.৭৯	২৪,২৪৭.৬৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯,৯৪৫.২৯	৬,৪৩৬.১৮	৯,২১৬.৪৩	২৭,০৮৪.৭৯	২৪,২৪৭.৬৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬,৫৮৪.৫০	৫৩,৪৫৭.৭৬	৭,৯৩৫.৮৬	৬৮,৩৭৬.৫৮	২১,৯৬৭.৭৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪,৭৬১.৩৮	৫৬,১৬৫.২৮	৬,৯৫৩.৩৬	৬৯,৩৬৯.০৫	২০,৭১৫.১২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)				১২৩,৬১৪.৬৯	৮০,০০৬.৪৮
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
	১. মৌলিক	৬৫.৩১	৩৫৩.১৫	৭৩.১৭	৪৮৬.৩৫	১৯৩.৬৮
	২. মিশ্রিত	৬৫.৩১	৩৫৩.১৫	৭৩.১৭	৪৮৬.৩৫	১৯৩.৬৮

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২৫ মে, ২০২৪ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেডের (www.bseindia.com) ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড -এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৫ মে, ২০২৪

গড়বেতায় মাথা ফাটল বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ষষ্ঠ দফার ভোটে অশান্তির চেনা ছবি দেখা গেল ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের গড়বেতা এবং ঘাটাল কেন্দ্রের কেশপুরে।

মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুরও। গড়বেতা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার পর তিনি গড়বেতা থানায় এফআইআর করতে যান। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমাকে এবং আমার রক্ষীদের নির্মম ভাবে মেরেছে। চিকিৎসার পর আবার ফিরে এসে ময়দানেই রয়েছি। ওরা ভেবেছিল পালিয়ে যাব। কিন্তু লড়াইয়ে রয়েছি। নির্বাচন কমিশনকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি। আপনারা নির্ভয়ে ভোট দিন, ভোট নষ্ট করবেন না।'

গড়বেতায় ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলেন বলে দাবি। গড়বেতায় পৌঁছতেই বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর গাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, পুলিশের সামনে ভাঙচুর করা হয় বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হল প্রার্থীর দেহরক্ষী সিআইএফ জওয়ানদের। কোনও রকমে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন বিজেপি প্রার্থী। দুষ্কৃতীদের হামলা থেকে বাঁচতে দৌড় দিলেন প্রার্থীর রক্ষীরাও। দুষ্কৃতীদের ছোড়া ইটের আঘাতে মাথা ফেটেছে দু'জন সিআইএসএফ জওয়ানের।

গড়বেতার মোগলাপোতায় বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে তৃণমূলের পক্ষ থেকে

ভোটারদের খাবার দিয়ে প্রভাবিত করা হচ্ছে এবং বিজেপি সমর্থক ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ পেয়ে সেখানে যান বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। অভিযোগ, তাঁকে দেখতে পেয়েই ছুটে আসে দুষ্কৃতীরা। এলোপাথাড়ি ইট বৃষ্টি করতে থাকে তারা। তার গাড়িতে হামলা চালানো হয়। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় গাড়ির সমস্ত কাচ। গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় বিজেপি প্রার্থীকে। একই সঙ্গে ভাঙচুর চালানো হয় সাংবাদিকদের গাড়িতেও। বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু এবং তাঁর নিরাপত্তাররক্ষী সিআইএসএফ জওয়ানদের নিয়ে যাওয়া হয় গড়বেতা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

প্রণত টুডুর দাবি, রক্ষীরা না থাকলে বেঁচে ফেরা সম্ভব হত না। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে। বিজেপি প্রার্থী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন। শুক্রবার রাত থেকে গড়বেতা এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি হুমকি দিয়ে এসেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে উত্তেজনা থাকায় আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলার ঘটনার অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের গড়বেতাতে বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের কেশপুরে ভোটারদের বাধা দেওয়ার খবর পেয়ে বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় সেখানে পৌঁছলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। তৃণমূল কর্মীরা বাঁশ লাঠি নিয়ে হিরণকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। হিরণকে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন। রাস্তা অবরোধ করে গাছের গুঁড়ি, খড় ফেলে আগুন জালানো হয়। নিরাপত্তারক্ষীরা মারমুখী তৃণমূল কর্মীদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হিরণকে চারপাশে ঘিরে রাখে। প্রায় ৫০০ তৃণমূল কর্মী সমর্থক হিরণের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকজন হিরণের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন। তৃণমূল হিরণের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল পাকানোর অভিযোগ তুলেছে। এই সময় পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে হিরণের। কেশপুরের দু'টি এবং ঘাটালের দু'টি বুথে বিজেপির এজেন্ট বসতে দেওয়া হয়নি বলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ধমক দেন হিরণ। তিনি এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং তৃণমূলের মধ্যে সমঝোতার অভিযোগ তুলেছেন।

এরপরেই তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়ে হিরন গাড়ি ঘুরিয়ে নেন। সাংবাদিকদের তিনি দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেশপুরকে পাকিস্তান বানিয়ে দিয়েছে। শুক্রবার সারারাত ধরে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে বাড়িতে পুলিশ এবং তৃণমূল দুষ্কৃতীরা ধমক দিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী হিরণ। এছাড়াও মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের দাঁতনে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়েছে। ভোট দিতে বাধা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দলের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, বিজেপি ভোটারদের সব জায়গায় বাধা দেওয়া হয়েছে এমনকি প্রার্থীদেরও যেতে দেওয়া হয়নি। রাস্তা ঘিরে রেখে জয় বাংলা স্লোগান এবং গো ব্যাক ধ্বনি তোলা হয়েছে।

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মাও আতঙ্ক কাটিয়ে উৎসবের মেজাজেই ভোট পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে ষষ্ঠ দফার ভোটে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদে পুরুলিয়ায় ভোট হল শান্তিতেই। মাওহানার ভীতি কাটিয়ে শনিবার পুরুলিয়ার বিভিন্ন বিধানসভা এলাকাগুলিতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলে। তবে রাত পর্যন্ত বহু বুথে ভোটগ্রহণ চলে। ২০২৪ এর এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পুরুলিয়ায় ভোটের হার ৭৪.০৯ শতাংশ।

পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের মাও অধ্যুষিত বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর, জয়পুর, বান্দোয়ান, আড়ষা ও মানবাজার ব্লকগুলিতে মাও হামলার আশঙ্কা থাকলেও এদিন সে ধরনের কোনও ঘটনা তো ঘটেই নি, বরং মাও আতঙ্ক একেবারেই নেই তা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির লম্বা লাইন দেখলেই বোঝা যেত। এবারের নির্বাচনে নেই মাওবাদীদের লিফলেট, পোস্টার, ভোট বয়কটের ডাক। ভোট হলেই রাস্তায় রাস্তায় গ্রামে গ্রামে চোখে পড়ত মাওবাদীদের ভোট বয়কটের পোস্টার। লালকালিতে লেখা থাকত ভোট বয়কট করুন (সিপিআই মাওবাদী)। সেই সঙ্গে রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি হুমকি। যার ফলে ভোটের দিনে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের ব্লকগুলির বাসিন্দারা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসার সাহস পেতেন না। কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাজার অভয়েও বুথমুখী করা যেত না তাঁদের। যার ফলে ওই সব বুথগুলিতে ভোট পড়ত কোথাও ৩০টা কোথাও বা ১০টা। কিন্তু এবারের লোকসভা নির্বাচনে সেই ছবি নেই। তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যেই উৎসবের মেজাজেই ভোট দিলেন এবার জঙ্গলমহল সহ গোটা পুরুলিয়া জেলার ভোটাররা।

জেলায় এদিন সকাল থেকেই প্রখর রোদের তেজ ছিল। পুরুলিয়া জেলায় এদিন মোট ১৯০৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ভোটগ্রহণ করা হয়। ভোট শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২ব্লকের ধানাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৪৫/৭৮ নম্বর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঘণ্টাখানেক ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলার পর ইভিএম খারাপ হয়ে গেলে ১ঘণ্টা ধরে ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকে। পরে অন্য ইভিএম এনে পুনরায় ভোটগ্রহণ শুর হয়।

অন্যদিকে বাঁকুড়া লোকসভা

কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরুলিয়ার ২৪৬ এর রঘুনাথপুর বিধানসভার নিতুড়িয়া ব্লকের একাধিক বুথের ইভিএমে ঝুলছে বিজেপির নামাঙ্কিত ট্যাগ আর যা নিয়ে চরম চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার ভামুরিয়া এলাকায়। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভার অন্তর্গত নিতুড়িয়া ব্লকের ভামুরিয়ার ৫৬,৫৮, ৬০,৬১ ও ৬২ নম্বর বুথের ঘটনা। আর যা নিয়ে এদিন ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তৃণমূলের ভামুরিয়া অঞ্চল প্রেসিডেন্ট সাধন মাজী বলেন, 'এদিন সকালে আমাদের দলের পোলিং এজেন্টরা গিয়ে দেখেন ইভিএমে বিজেপির ট্যাগ। তাঁরা এসে আমাদের জানাতেই আমরা প্রতিবাদ করি ও অভিযোগ জানালে পরে সেই গুলি খুলে দেওয়া হয়।'

রঘুনাথপুর বিধানসভারই অন্তর্গত সাঁতুড়ি ব্লকের তিয়াসি গ্রামের বাসিন্দারা এদিন গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ না করায় ভোট বয়কটের ডাক দেন। জেলার ঝালদা ১ নম্বর ব্লকের ৫১,৫২ ও ৫৩ নম্বর বুথে এদিন কয়েকজন ব্যক্তি ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে এমনই অভিযোগ পেয়ে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জোর্তিময় সিং মাহাতো তাঁর দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ওই সব বুথের মধ্যে প্রবেশ করলে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় তৃণমূলের নেতা কর্মীদের দাবি, বিজেপি প্রার্থী বুথের ভিতরে ঢুকবে কেন? বিষয়টি ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানানো হয়।

এদিন ভোটগ্রহণ শুরু হতেই পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জোর্তিময় সিং মাহাতো সকাল সাতটা নাগাদ লাইনের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থেকে বাঘমুণ্ডি বিধানসভার পুস্তি হাইস্কুলের ১২০ নম্বর বুথে তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন। তিনি বলেন, 'এই বুথে ইভিএমে প্রথম ভোটটা আমিই দিলাম। 'গণতন্ত্রের উৎসবে সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। অন্যদিকে মানবাজার বিধানসভার অন্তর্গত কাদলাগোড়া জুনিয়র হাইস্কুলের ২০২ নম্বর বুথে ভোট দেন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু।

এছাড়াও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতো পুরুলিয়া ১নং ব্লকের গাড়াফুসড়ো অঞ্চলের ১৫ নং বুথে গিয়ে তিনি ভোট দেন। অন্যদিকে কাড়াকে সঙ্গে নিয়ে সমর্থকদের সঙ্গে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যান পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের কুড়মি সমাজের প্রার্থী অজিত প্রসাদ মাহাতো। এমনই ছবি দেখা গেল পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ব্লকের কোরেং গ্রামে। অজিত প্রসাদ মাহাতো বলেছেন তাঁর জয় নিশ্চিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এদিকে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরুলিয়ার বান্দোয়ান বিধানসভার কুঁচিয়া হাইস্কুলের ২৩৬/২৩৮ নম্বর বুথে তৃণমূল কর্মী মৃণাল মাণ্ডি নামের এক রিলিভারকে মারধর করার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। লাঠি ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর চাপা উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার পর অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় ওই বুথে। সবমিলিয়ে রক্ত না ঝরেই এবারের লোকসভা ভোট সম্পন্ন হল পুরুলিয়াতে। যা এক নজির গড়ল পুরুলিয়ায়।

৪ জুনের পর সুদ সহ মার ফেরতের হুঁশিয়ারি শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আগামী ৪ তারিখের পর সুদ সমেত মার ফেরত হবে হুঁশিয়ারি বনগাঁ লোকসভা বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের। গত ২০ তারিখ পঞ্চম দফায় বনগাঁ লোকসভা নির্বাচন ছিল। বাগদার মালিদাহ ১১৭ নম্বর বুথের বাইরে অশান্তির ছবি লক্ষ্য করা যায়। ঘটনায় আহত হন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থক। শুধু তাই নয়, যখন ওই আহত বিজেপি কর্মীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময়ও হাসপাতালে তাঁদের ওপর তৃণমূলের লোকজন চড়াও হয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ। শনিবার ওই এলাকায় আহত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বনগাঁ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর।

তিনি বলেন, 'তৃণমূলের হার্মাদরা আমাদের কর্মীদের মালিদাহতে যে ভাবে মারধর করেছে, ৪ তারিখে সুদ সমেত মারের বদলা মার হবে।' একই সুর বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডলের গলায়। তিনি বলেন, 'আমাদের কর্মীদেরকে যে ভাবে মারধর করা হয়েছে। পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। আগামী ৪ তারিখের পর সুদ সমেত ফেরত হবে।' এই নিয়ে আহত বিজেপি কর্মী সনাতন দাস ও বিজেপি কর্মী দিলীপ দাস জানিয়েছেন, 'আমরা শান্তনু ঠাকুরকে জানিয়েছি। তিনি আমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।'

পালটা বাগদা পূর্ব ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি পরিতোষ সাহা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'বিজেপির যিনি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের সংযত হয়ে কথা বলা উচিত। বিজেপির কর্মীরা আমাদের দু'জন কর্মীকে মারধর করেছেন, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওদের কর্মীদের কোনও রকম মারধর করা হয়নি।'

অন্যকে ভোটে সাহায্যে বাহিনীর হাতে বেধড়ক মারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: নিজের ভোট দেওয়ার পর ভোটিং কম্পার্টমেন্টে এক বৃদ্ধাকে ভোট দিতে সাহায্য করতে গিয়ে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বিষ্ণুপুর লোকসভার অন্তর্গত কোতুলপুর থানার পরমানন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৬৪ নম্বর বুথে। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম মানিক পাঠান।

মানিক পাঠানের দাবি, ভোটিং কম্পার্টমেন্টে পর্যাপ্ত আলো না থাকায় এক বৃদ্ধা ভোটারের ভোট দিতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই নিজের ভোট দেওয়ার পর ভোটকর্মীদের অনুরোধে ওই বৃদ্ধাকে সাহায্য করতে ভোটিং কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছিলেন তিনি। আর তারপরই কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁকে ব্যাপক গালিগালাজের পাশাপাশি মারধর করে বুথের বাইরে বের করে দেয়।

টোটোচালককে চড় মারার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে, বুথে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বুথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী এক টোটোচালককে বিনা দোষে চড় মেরেছে বলে অভিযোগকে সামনে রেখে উত্তাল হল বিষ্ণুপুর লোকসভার কোতুলপুর ব্লকের মির্জাপুর পূর্ব পাড়ার মির্জাপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ১০২ নম্বর বুথে। এলাকার মানুষ কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতি সক্রিয়তার প্রতিবাদে বুথের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এইসময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে স্থানীয়দের কার্যত ধস্তাধস্তি বেধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেখে বিশাল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয় ওই বুথে। তাঁদের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ভিড় সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

আক্রান্ত টোটোচালকের দাবি, এক বৃদ্ধাকে ভোট দেওয়ানোর জন্য বুথে এনেছিলেন তিনি। ভোট দেওয়ার পর ওই বৃদ্ধাকে টোটোতে তোলার সময় আচমকাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান তাঁকে চড় মারেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত জওয়ানের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

সদ্যোজাত কন্যাসন্তান উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: সদ্যোজাত কন্যাসন্তান উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বারাসতে। বারাসতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের র‍্যালি ও সভা শেষের বেশ কিছুক্ষণ পর শুক্রবার রাতে বারাসত থানার বিধানপার্ক এলাকায় রাস্তার ধারে বাড়ির সামনে সদ্যোজাত কন্যাসন্তানটিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

স্থানীয়রা জানান, হঠাৎই শুক্রবার রাতে বারাসত বিধানপার্ক এলাকায় এক বাড়ির সামনে দিন দশকের এক জীবিত কন্যাসন্তানকে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে পরিচর্যা করে বারাসত থানায় খবর দেন। বারাসত থানার পুলিশ এসে শিশুকন্যাকে নিয়ে বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়। তবে কে বা কারা এই শিশুকন্যাকে রেখে গেল তা এখনও স্পষ্ট নয়। এলাকার সমস্ত সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় নিন্দা সরব সকলেই। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই শিশুকন্যাকে ফেলে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

সম্প্রতি জঙ্গিপুরে ইউসুফ হাসান নামের একজন কন্যাসন্তানের পিতা হয়েছে। কন্যাসন্তান হওয়াতে তিনি গোলাপ ফুল দিয়ে ১২টি গাড়ি সাজিয়ে, সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে, ধুমধাম করে সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে ঘরের লক্ষ্মী আখ্যা দিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে নজির তৈরি করেছিলেন। সেই খবর ও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়েছিল। তার কয়েকদিন পরে এই ঘটনা আবার সকল বাবা-মায়ের মাথা হেট করে দিল।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: মর্মান্তিক পরিণতি কোন্নগর পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল শুক্রবার রাতে।

কোন্নগর মাস্টারপাড়ার বাসিন্দা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে কৌশিক থাকেন দিল্লিতে। এদিনই রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি থেকে ফেরেন। এরপর হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেন ধরে ফিরছিলেন সস্ত্রীক। বেলুড় ও বালি স্টেশনের মাঝে সেই ট্রেন থেকেই পড়ে যান সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বেলুড় জিআরপি তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরপাড়ার স্টেশন লাগোয়া একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করে। এদিন রাতে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে এলাকার সিপিএম নেতৃত্ব নার্সিংহোমে পৌঁছয়। যান প্রাক্তন সাংসদ শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়ও। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল কোন্নগর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া সংগঠনে সক্রিয় তো ছিলেনই। শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় জানান, হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল লোকাল ধরে কোন্নগরে ফিরছিলেন। স্ত্রী ভিতরে বসার জায়গা পেলেও সঙ্গে লাগেজ থাকায় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। কোনও ভাবে পড়ে যান ট্রেন থেকে।

বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন লাগানোয় অভিযুক্ত তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: দেগঙ্গা বিধানসভায় ৩৭ নম্বর বুথে বিজেপির স্থায়ী পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা শুক্রবার রাত আনুমানিক দুটোর পর আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় একটা প্রচার মাইকের বাক্স, তার সামগ্রী, গোটা কয়েক চেয়ার এবং স্বপন মজুমদার, নরেন্দ্র মোদি, জেপি নাড্ডা সহ বিজেপি অন্যান্য নেতৃত্বের ছবি সহ ব্যানার পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে কিছু ফ্লাগ, ব্যানার পোস্টার পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ বিজেপির।

স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের কার্যালয়টির আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। তাঁদের দাবি, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। প্রকৃত অপরাধীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীরা তাঁদের পোড়া সামগ্রী নিয়ে মিছিল করে থানাতে গিয়ে অভিযোগ জানান। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির তোলা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা দাবি করেছে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের ফলে এই ঘটনা ঘটেছে।

পাটখেতে উদ্ধার এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ফের উদ্ধার এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পচাগলা মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চেঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চকফরিদ এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার চকফরিদ এলাকায় জমিতে কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় কয়েকজন পচা গন্ধ পান। এরপরই তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা এগিয়ে গিয়ে পাটখেতে ওই মৃতদেহটি দেখতে পান। এরপরই তাঁরা খবর দেন বালুরঘাট থানায়। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনও জানতে পারিনি পুলিশ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। এ বিষয়ে স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'মৃতদেহটি দেখে কয়েকদিন আগেকার মনে হচ্ছে। মৃতদেহটি থেকে দুর্গন্ধ বেরচ্ছে। দিনকয়েক আগে কলকলা খাড়ি এলাকা থেকে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। আমরা এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত দাবি করছি।'

ব্যাংকে চুরির ঘটনায় আরও তিনজন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে চুরির ঘটনায় আরও তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার ধৃত তিনজনকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতে চেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রায় তিন সপ্তাহ আগে গভীর রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের বড়গাছি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা চালায় একদল দুষ্কৃতী। চুরি করতে ব্যর্থ হয়ে দুষ্কৃতী দলটি। ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিয়ে কুশমন্ডি-মহিপাল রাজ্য সড়কের নাহিট এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে। ওই এলাকায় দায়িত্বে থাকা দু'জন সিভিক ভলেন্টিয়ারের মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে তাঁদের কাছে থাকা দু'টি মোবাইল ও একটি বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। সেই ঘটনায় তদন্তে নেমে কুশমন্ডি থানার পুলিশ সাতদিনের মাথায় একজনকে আটক করেছিল। সেই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এদিন আরও তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'কিছুদিন আগে একটি ব্যাংকে কিছু দুষ্কৃতীরা এসে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছিল। সেই ঘটনায় আমাদের এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাইক নিয়ে তারা চম্পট দিয়েছিল। তাঁদের টিমের সকলকে আটক করা হয়েছে। শনিবার বাইকটি আমরা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ফিরিয়ে দিয়েছি। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

ইসিএলের পরিত্যক্ত খাদানের জলাশয়ে তলানোর আশঙ্কা মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শনিবার সকাল ১০ টা নাগাদ ইসিএলের কেন্দ্রা এরিয়ার বহুলা সিএল জামবাদ কোলিয়ারির পরিত্যক্ত খাদানের জলাশয়ে ডুবে নিখোঁজ হন উমা বাদ্যকর (২৫) নামে এক মহিলা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। ওই মহিলা বহুলা গ্রামের বাদ্যকর পাড়ার বাসিন্দা বলে জানা যায়। স্থানীয় এক যুবক মহিলাকে জলে ডুবে যেতে দেখলে এলাকায় সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। যদিও পরে প্রত্যক্ষদর্শীর মেলেনি।

ঘটনার খবর ছড়াতেই পরিত্যক্ত জলাশয়ের সামনে ভিড় জমান নিখোঁজ মহিলার বাড়ির লোকজন ও স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে অণ্ডাল থানার পুলিশ। উদ্ধার কাজের জন্য আনা হয় প্রশিক্ষিত ডুবুরির দল। স্পিড বোটে চড়ে উদ্ধার কাজে নামে সেই দলের ডুবুরিরা। নিখোঁজ মহিলার স্বামী বাপ্পা বাদ্যকর জানান, সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ঘর থেকে বের হয়ে কাজে যান। এলাকার একজন ফোন করে স্ত্রীর জলে ডুবে যাওয়ার খবর জানান। জলাশয়ের পাড়ে স্ত্রীর চটি পড়ে রয়েছে। এক যুবক তাঁকে জলে ডুবে যেতে দেখেছে বলে জানান বাপ্পাবাবু। বিকেল পাঁচটায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা যায় ওই মহিলার সন্ধান মেলেনি। উদ্ধার কাজ চলছে। তবে আশঙ্কা রয়েছে সত্যি কি উমা বাদ্যকর জলের তলায় তলিয়ে গেছেন? সেটা পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না কেউই। যতক্ষণ পর্যন্ত না ডুবুরিরা তাঁদের কাজে সমর্থ হন, ততক্ষণ একটা রহস্য রয়েই যাচ্ছে এলাকায়।

কুয়ো কাটতে মারণ গ্যাসে দুই যুবকের মৃত্যুর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ি এলাকার রামবাগান কোড়াপাড়ার বাসিন্দা দুই ব্যক্তি রতন কোড়া ও গোপি কোড়া নামের দুই ২৫-২৬ বছরের যুবক অন্যান্য দিনের মতো এদিনও একটি বেসরকারি নির্মীয়মাণ ওয়ার্কশপে কুয়ো কাটতে গিয়ে তার অভ্যন্তরে মারণ গ্যাসের দাপটে কুয়োর ভেতর আটকে পড়েন। পরে তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়।

বর্তমানে পুলিশ প্রশাসন ও দমকল বিভাগের কর্মীরা স্থানীয় এলাকার মানুষজনের কাছে এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে নামেন। ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে ওই কুয়োর মধ্যে কেরোসিনের হেরিকার নামালে দু'দফায় সেই হ্যারিকেনের আলো নিভে যাওয়ায় অনুমান করা হচ্ছে, সেখানে মারণ গ্যাস ব্যাপক পরিমাণে মজুদ রয়েছে, যা দেখে এই উদ্ধার কাজে এখনও কেউ সেই কুয়োর মধ্যে নামতে চাননি বলে খবর। পুলিশের নজরদারির মধ্যে এখন দমকল বিভাগের কর্মীরা বিষয়টি লক্ষ্য করে ইসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে উদ্ধারকাজে জোর তৎপর হন।

অবশেষে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় বাসটা কোলিয়ারির সেফটি অফিসার অভিষেক কুমারের নেতৃত্বে একটি দল সম্পূর্ণ সেফটি ইকুইপমেন্ট নিয়ে কুয়োর মধ্যে থেকে ২ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। অভিষেকবাবুর দাবি, কোনও গ্যাস নয় কুয়োর মধ্যে অক্সিজেনের মাত্রা একেবারে মাইনাস ছিল আর সে কারণেই এই মৃত্যু বলে তিনি প্রাথমিক ভাবে জানান।

গুজরাতে গেমিং জোনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, জীবন্ত দগ্ধ অন্তত ২৪

আমদাবাদ, ২৫ মে: গেমিং জোনে আগুন লেগে অন্তত ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে গুজরাতে। শনিবার সন্ধ্যায় গুজরাতের রাজকোটে এই ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যায় যখন গেমিং জোনের ভিতরে অনেকেই খেলতে ব্যস্ত, তখন আচমকাই আগুন লাগে সেখানে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা যায় রাজকোটের টিআরপি গেমিং জোনকে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়।

ঘটনাস্থলের ভিডিওয় দেখা যায় এলাকায় পৌঁছেছে পুলিশ এবং দমকলবাহিনী। সংবাদসংস্থা এএনআইকে তারা জানিয়েছে, গেমিং জোনের ভিতরে অনেকেই আটকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছে তারা। আটকে থাকতে পারে গেমিং জোনে খেলতে আসা বহু অল্পবয়সি এবং শিশুও।

সাধারণত এই ধরনের গেমিং জোন ঘেরা জায়গায় তৈরি করা হয়। কার রেসিং থেকে শুরু করে নানা ধরনের ইনডোর এবং আউটডোর গেমের ব্যবস্থাও থাকে সেখানে। মজুত থাকে টায়ার, প্লাস্টিকের মতো অতিদাহ্য পদার্থ। তাই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বেশি।

শনিবার আগুন লাগার সময় গেমিং জোনের ভিতরে অনেকেই ছিলেন বলে পুলিশের অনুমান। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় তাঁরা অনেকেই বাইরে আসতে পারেননি। আপাতত উদ্ধার কাজ চলছে। অনেককেই গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে খবর। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং প্যাটেল জানিয়েছেন, তিনি পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। পুলিশ এবং দমকলবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে তাঁর কথাও হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ কোটের পুলিশ কমিশনার রাজু ভার্গভ জানিয়েছেন, 'রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। ভিতরে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা আগুন নেভানোর পরেই জানা যাবে। দমকলবাহিনী একইসঙ্গে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।'

'অপপ্রচারে'র বিরুদ্ধে কড়া জবাব নির্বাচন কমিশনের

পাঁচ দফা ভোটের সমস্ত তথ্যপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: ভোট সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। ভোটপর্ব শেষের বেশ কয়েক দিন পরে প্রথম দু'ফার ভোটের হার বৃদ্ধি নিয়ে দেশ জুড়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। এমনকী মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। এই আবহে পাঁচদফা ভোটের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে বিরোধী দলগুলির 'অপপ্রচারে'র বিরুদ্ধে কড়া জবাব দিল কমিশন।

শনিবার পাঁচদফা ভোটের যাবতীয় সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ করল কমিশন। এইসঙ্গে কমিশনের তরফে জানানো হয়, ভোটের তথ্য জানার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে প্রার্থী এবং ভোটারদের। কমিশন আরও দাবি করে, ভোটের হিসেব দিতে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি তারা। প্রত্যেক দফায় সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সেই হিসেব কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। কমিশন মন্তব্য করে, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ব্যহত করতে অপপ্রচার চালানো হয়েছে।' এইসঙ্গে নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রতি দায়িত্বশীল কমিশন, একথাও জানানো হয়।

যদিও কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিভিন্ন বিরোধী দল কমিশনের এই কাজ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। প্রশ্ন তোলে নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। সেই আবহে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস' নামে এক সংস্থা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়েছিল। যদিও শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। বরং সংস্থার উপর আস্থা রাখতে বলে। এই সঙ্গে মামলা খারিজ করে দেয়। এই আবহে শনিবার বিগত পাঁচদফা নির্বাচনের আগে ভোটের হিসেব দিল কমিশন। তাদের বিরুদ্ধে 'অপপ্রচার' নিয়েও সরব হন কমিশনের কর্তারা।

চারধাম যাত্রার শুরুর পর ৫২ পুণ্যার্থীর মৃত্যু

উত্তরাখণ্ড, ২৫ মে: চারধাম যাত্রা শুরুর ১৬ দিনের মধ্যে ৫২ পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তার মধ্যে শুধু কেদারনাথেই ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। মৃতদের মধ্যে ৪০ জনের বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে এই পুণ্যার্থীদের।

গাড়ওয়ালের প্রশাসনিক আধিকারিক বিনয় শঙ্কর পাণ্ডে জানিয়েছেন, ১৬ দিনে ৫২ পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বেশির ভাগের মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক। কেদারনাথ ছাড়াও এই ক'দিনে বদ্রীনাথে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। যমুনোত্রীতে ১২, গঙ্গোত্রীতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পাণ্ডে আরও জানিয়েছেন, চারধাম যাত্রায় আসা পুণ্যার্থীদের নিয়মিত স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে রেজিস্ট্রেশন; সব কিছু খতিয়ে দেখার পর তবেই এই যাত্রায় ছাড় দেওয়া হচ্ছে। মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় কোনও পুণ্যার্থীর সমস্যা ধরা পড়লে, এই যাত্রায় না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

পাণ্ডে আরও জানিয়েছেন, চারধাম যাত্রার শুরুতে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী এসে পড়ায় সাময়িক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। যানজটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছে। চারধাম দর্শনের নির্ধারিত সময়ের আগেই অনেকে হাজির হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। সেই সব পুণ্যার্থীদের আটকে দেওয়া হচ্ছে। এমন অনেক পুণ্যার্থী রয়েছেন যাঁরা এই যাত্রায় নাম নথিভুক্তই করাননি। তাঁদের চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। গত ১০ মে কেদারনাথ, যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রী ধামের দরজা খোলে। ১২ মে বদ্রীনাথ ধাম খুলে দেওয়া পুণ্যার্থীদের জন্য।

কেরলের সাত জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

তিরুঅনন্তপুরম, ২৫ মে: উত্তর ভারত যখন গরমে পুড়ছে, দক্ষিণের আর এক রাজ্য কেরলে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। গত কয়েক দিন ধরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে নাজেহাল দক্ষিণের এই রাজ্য। শুধু তাই-ই নয়, রাজ্যের সাত জেলায় শনিবার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, তিরুঅনন্তপুরম, কোলাম, আলাপ্পুঝা, এর্নাকুলাম, কোঝিকোড়, কান্নুর এবং কাসাড়গড়ে ৬০-১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, গত ৯ মে থেকে ২৩ মে-র মধ্যে বৃষ্টির জেরে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় নিচু এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের সরানো হয়েছে। বেশ কয়েকটি ত্রাণশিবির বানানো হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালাচ্ছে জেলা প্রশাসনগুলি। স্থানীয় প্রশাসন ছাড়াও দমকল, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

শনিবার সকাল থেকেই অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে তিরুঅনন্তপুরমে। শহরের বহু রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বহু জায়গায় ঝোড়ো হাওয়ায় গাছ উপড়ে গিয়েছে। নিচু এলাকায় বাড়িগুলিতে জল ঢুকতে শুরু করেছে। যদিও স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের সরানোর কাজ চলছে। ভারী বৃষ্টির জেরে আলাপ্পুঝা জেলার কুট্টানারে স্কুলগুলি আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভোটের সকালেই হৃদরোগে প্রয়াত হরিয়ানার নির্দল বিধায়ক

চণ্ডীগড়, ২৫ মে: ভোটপর্ব শুরুর আগেই হরিয়ানায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন নির্দল বিধায়ক রাকেশ দৌলতাবাদ। পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার সকালে গুরুগ্রামের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন ৪৮ বছরের রাকেশ। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানোর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

একদা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (আইএনএলডি)-র নেতা রাকেশ ২০১৯ সালে হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে গুরুগ্রামের বাদশাপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন। পরে বিজেপি সরকারের প্রতি সমর্থন জানান তিনি। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি এবং তাঁর পূর্বসূরি মনোহরলাল খট্টর রাকেশের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, শনিবার সকাল থেকেই হরিয়ানায় ১০টি লোকসভা আসনের সবগুলিতে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে।

গত ৬ মে তিন নির্দল বিধায়ক; রণধীর গোলান (পাণ্ডুরি), ধর্মপাল গোন্ডার (নিলোখেরি) এবং সোমবীর সিং সঙ্গওয়ান (দাদরি) মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে কংগ্রেস শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। প্রাথমিক ভাবে জল্পনা ছিল রাকেশও সেই দলে শামিল হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজেপি সরকারের প্রতি সমর্থন জারি রাখার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। হরিয়ানায় এ বার লোকসভা ভোটে মূল লড়াই বিজেপি, কংগ্রেস-আম আদমি পার্টি (আপ) জোট এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্মন্ত চৌটালার দল জেজেপির মধ্যে।

চিলির অগ্নিকাণ্ডে ১৩৭ জনের মৃত্যুতে দমকল কর্মী ও বনাধিকারিক গ্রেপ্তার

সান্তিয়াগো, ২৫ মে: চিলির ভালপারাইসো অঞ্চলের ভিনা দেল মার শহরে গত ফেব্রুয়ারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শুক্রবার দমকলের এক কর্মী ও একজন বনাধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই বনাধিকারিকই ছিলেন অগ্নিকাণ্ডের মূল ষড়যন্ত্রকারী।

ওই দুজনকে গ্রেপ্তারে পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে শুক্রবারই এক সংবাদিক বৈঠকে জানান চিলি পুলিশের আধিকারিক এদুয়ার্দো কেরনা। এরপরই ওই বনাধিকারিককে গ্রেপ্তারের খবর ভালপারাইসো আঞ্চলিক কৌঁসুলির অফিসের তরফে জানানো হয়। দু'জনকেই শনিবার রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরুর কথা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২ ফেব্রুয়ারি চিলির উপকূলবর্তী ভিনা দেল মার শহরে একসঙ্গে বেশ কয়েকটি জায়গায় আগুন লাগে। রাজধানী সান্তিয়াগো থেকে শহরটি ১১০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। হাওয়া ও তাপপ্রবাহের কারণে ওই আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। ওই অগ্নিকাণ্ডকে চলতি শতকের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধ্বংসাত্মক অগ্নিকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

স্থানীয় খবরে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ওই দমকল কর্মীর বয়স ২২ বছর। মাত্র দেড় বছর আগে তিনি দমকলে কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ভালপারাইসোর ফায়ার সার্ভিস কম্যান্ডার ভিসেন্তে মাগিয়োলো বলেন, 'ওই ঘটনায় আমরা স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলাম। এটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা।'

চিলির পরিবেশগত অপরাধ তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ইভান নাভারো বলেন, 'কোথা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল, নির্দিষ্ট ভাবে সেই জায়গাগুলো শনাক্ত করেছি আমরা। ওই আগুন লাগাতে যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করে হয়েছিল, সেগুলোও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে দ্বিতীয় এক ব্যক্তির (বনাধিকারিক) যুক্ত থাকার খবর জানতে পারি আমরা। তিনি ওই আগুন লাগানোর পেছনে মূল ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।'

ইভান নাভারো আরও বলেন, আগুন লাগানোর ওই সরঞ্জামগুলো কীভাবে তৈরি করতে হবে, তা ওই ফায়ার সার্ভিস কর্মীকে শিখিয়েছিলেন অভিযুক্ত বন কর্মকর্তা। ঠিক কোন সময়ে আগুন লাগালে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হবে, তা-ও বলে দিয়েছিলেন তিনি।

ওই আগুন লাগানোর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে, তা এখনো জানা যায়নি। চিলির সরকারি কৌঁসুলি ওসভালদো ওসানদনের বলেছেন, আগুন লাগানোর জন্য যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলো অভিযুক্ত একজনের বাসা থেকে পাওয়া গেছে। এ অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে আগুন লাগার অন্যান্য ঘটনার কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

গাজা থেকে ৩ পণবন্দির দেহ উদ্ধার

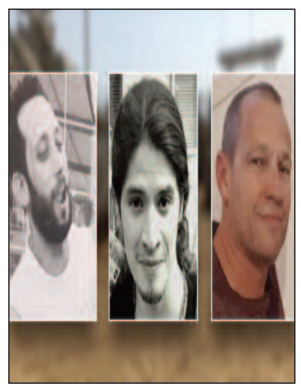

গাজা, ২৫ মে: আট মাস পেরিয়ে গেলেও গাজায় হামাসের ডেরায় বন্দি শতাধিক মানুষ। বাড়ি ফেরার আশা যত দিন যাচ্ছে দীর্ঘ হচ্ছে। তাঁদের কবে ঘরে ফেরানো হবে, তা জানতে ইজরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে পণবন্দিদের পরিবার। এর মধ্যেই ফের একবার গাজা থেকে ৩ পণবন্দির দেহ উদ্ধার করেছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস।

গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালানো হয় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের তরফে। প্রায় দুশোর ওপর মানুষকে অপহরণ করে নিয়ে যায় তারা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সেই তালিকায় ছিলেন ৩ ইজরায়েলি। তাঁদের নাম হানান ইয়াবলঙ্কা, মিশেল নিসেনবাউম এবং ওরিয়ন হার্নান্দেজ। বৃহস্পতিবার গাজার জাবালিয়া শহরে রাতভর অভিযান চালিয়ে সেখান থেকেই এই ৩ জনের দেহ উদ্ধার করেন ইজরায়েলি জওয়ানরা।

এই বিষয়ে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়, 'হানান ইয়াবলঙ্কা, মিশেল নিসেনবাউম ও ওরিয়ন হার্নান্দেজকে গত ৭ অক্টোবর খুন করে হামাস জঙ্গিরা। তারপর তাঁদের গাজায় নিয়ে যায়। রাতভর অভিযান চালিয়ে জাবালিয়া থেকে ওই ৩ জনের দেহ উদ্ধার করো ইজরায়েলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পণবন্দিদের ঘরে ফেরাতে আমারা অভিযান চালিয়ে যাব। মৃতদের স্মৃতি আমাদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে থাকবে।'

রাশিয়াকে রুখতে এবার ড্রোনের প্রাচীর তৈরি ন্যাটো দেশগুলোর!

মস্কো, ২৫ মে: রাশিয়াকে রুখতে এবার ড্রোনের প্রাচীর তৈরির উদ্যোগ ন্যাটো দেশগুলোর! ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগে রয়েছে বাল্টিক দেশগুলো। যার মধ্যে অন্যতম লিথুয়ানিয়া। শুক্রবার দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, শত্রুদেশের ফৌজকে রুখতে সীমান্তে ড্রোনের প্রাচীর গড়ার উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, আগ্রাসী মস্কোর দিকেই যে লিথুয়ানিয়ার নিশানা তা বলাই বাহুল্য।

গত দু'বছর ধরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধের ফলে রুশ সীমান্তবর্তী দেশগুলোর নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সম্প্রতি জঙ্গি হামলা, অনুপ্রবেশ, পাচার রুখতে রুশ সীমান্তবর্তী ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো যেমন লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, নরওয়ে, পোল্যান্ড আলোচনায় বসে। এদিন আলোচনার পর লিথুয়ানিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাগ্নে বিলোতাইতে ঘোষণা করেন, 'বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনায় নরওয়ে থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত একটি ড্রোনের প্রাচীর তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ড্রোন ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের সীমান্তগুলোর সুরক্ষা সুনিশ্চিত হবে।'

একই সঙ্গে শক্তিশালী পরিকাঠামো ও উন্নত নজরদারি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে অ্যাগ্নে বলেন, 'আমরা সবসময় শত্রু দেশ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে চাই। যে কোনও খারাপ পরিস্থিতি ও পাচার আটকাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শত্রুপক্ষের হামলাকারী যান আটকাতে সীমান্তে অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেমও মোতায়েন করা হবে।' তবে কবে থেকে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে তা স্পষ্ট করেননি অ্যাগ্নে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে ইউক্রেনে হামলা বাড়ানো হয়েছে রুশ বাহিনীর পক্ষ থেকে। এবার খারকভের দিকে এগোচ্ছে রাশিয়ার সেনা। হামলা বাড়ায় মোকাবিলা করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে কিয়েভকে। তাই প্রবল চাপের মুখে খারকভ থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছে ইউক্রেনীয় সেনা। ২০২২ সালে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে খারকভ দখল করে নিয়েছিল রাশিয়া। কিন্তু যুদ্ধে পালটা আক্রমণ শানিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শহর পুনরুদ্ধার করেছিল ইউক্রেনীয় ফৌজ। তবে এবার ফের খারকভ দখলে করতে উদ্যোগী হয়েছে রুশবাহিনী।

মহারাষ্ট্রে যুবকের গাড়ি পিষল ৭ জনকে

পুনে, ২৫ মে: মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগ উঠেছে পুনের পোর্শের নাবালক চালকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় দুই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হয়েছে। সেই মহারাষ্ট্রে ফের মত্ত চালাক গাড়ি চাপা দিল সাত জনকে। হাসপাতালে ভর্তি আশঙ্কাজনক তিন মাসের শিশু। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনা ঘটেছে নাগপুরের মহল এলাকার জেদাতে। রাত ৮টা নাগাদ জনবহুল এলাকা দিয়ে গাড়ি চালানোর সময়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে পথচারীদের ধাক্কা মারেন। এই কাজের পর পালাতে গিয়ে বেশ কয়েকটি বাইকে ধাক্কা দেন। এর পর গাড়ি ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলেও জনতার হাতে ধরা পড়ে যান। তিন অভিযুক্তকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। তাদের মারধর করা হয়। পরে পুলিশ এসে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে তিন যুবককে। জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক গাড়িতে থাকা তিন অভিযুক্তই মদ্যপান করেছিলেন। সকলের বয়স ২০-র মধ্যে। দুর্ঘটনায় মোট সাত জন আহত হলেও গুরুতর আহত এক জন মহিলা এবং এক জন পুরুষ। এছাড়াও আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে তিন মাসের একটি শিশুকেও।

সংকটজনক তিন মাসের শিশু

এদিকে পোর্শেকাণ্ডে শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাবালকের দাদুকে। জানা গিয়েছে, ওই দুর্ঘটনার পরে নাবালককে বাঁচাতে গাড়ির ড্রাউভারের উপর দোষ চাপাতে চেয়েছিল গোটা পরিবার। সেই জন্য নিজেদের বাংলোয় আটকে রাখা হয়েছিল গাড়ির চালককে। অপহরণের অভিযোগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাবালকের দাদুকে। আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইমারতি ব্যবসায়ী নাবালকের বাবাকে।

আজ আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হতে যা করতে হবে কেকেআরকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রথম কোয়ালিফায়ারে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালে উঠেছে তারা। পরে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার জিতে ফাইনালে উঠেছে হায়দরাবাদও। অর্থাৎ, রবিবার ফাইনালে কলকাতা বনাম হায়দরাবাদ। চলতি আইপিএলে গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে হায়দরাবাদকে হারিয়েছিল কেকেআর। ফাইনালে সেই হায়দরাবাদকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে শ্রেয়স আয়ারেরা। চেন্নাইয়ের মাঠে হায়দরাবাদকে হারাতে কোন পাঁচটি পরিকল্পনা কাজে লাগাতে হবে নাইট রাইডার্সকে?

হায়দরাবাদের দুই ওপেনার ট্রেভিস হেড ও অভিষেক শর্মা পেসারদের বিরুদ্ধে অবলীলায় বড় শট খেলতে পারেন। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে শুরুতে স্পিন আক্রমণ কাজে লাগাতে পারে কেকেআর। চলতি আইপিএলে দেখা গিয়েছে, স্পিনের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও নড়বড়ে তাঁরা। গত দু'টি ম্যাচে রান পাননি হায়দরাবাদের দুই ওপেনার। তাই ফাইনালে চাপে থাকবেন তাঁরা। চেন্নাইয়ের পিচে স্পিনারেরা সুবিধা পান। কেকেআরে সুনীল নারাইন ও বরুণ চক্রবর্তী রয়েছেন, যাঁরা পাওয়ার প্লে-তে বল করতে পারেন। তাই হায়দরাবাদের দুই ওপেনারের বিরুদ্ধে শুরুতে স্পিনারদের হাতে বল তুলে দিতে পারেন শ্রেয়স। হায়দরাবাদের বেশির ভাগ ব্যাটার হার্ড হিটার। অর্থাৎ, খুব জোরে বল মারেন। দুই ওপেনার ছাড়াও রাহুল ত্রিপাঠি, নীতীশ রেড্ডি, হেনরিখ ক্লাসেন, আব্দুল সামাদেরা সেই তালিকায় পড়েন। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে বলের গতির হেরফের করতে হবে পেসারদের। অনেক সময় মন্থর বল জোরে মারতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন ব্যাটারেরা। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে দেখা গিয়েছে, চেন্নাইয়ের পিচে মন্থর বল করলে শট খেলতে সমস্যা হচ্ছে। সেটা কাজে লাগাতে পারেন মিচেল স্টার্ক, হর্ষিত রানারা। হায়দরাবাদের দুই ওপেনার পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে রান করেন। চলতি মরসুমে যে কয়েকটি ম্যাচে হায়দরাবাদ ২০০-র বেশি রান করেছে, প্রতিটিতে দুই ওপেনার ভাল শুরু করেছেন। পাওয়ার প্লে-তেই বড় রান তুলেছেন তাঁরা। তাই কেকেআরকে পাওয়ার প্লে-র জন্য আলাদা পরিকল্পনা করতে হবে। পাওয়ার প্লে-তে রান কম দিলে পরে চাপে পড়বে হায়দরাবাদ। প্রথম কোয়ালিফায়ারে সেটাই করেছিল কেকেআর। ফাইনালেও তা করতে হবে। কেকেআরও যে কয়েকটি ম্যাচে ২০০-র বেশি রান করেছে, সেখানে ব্যাটিং পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়েছে তারা।

সুনীল নারাইন ও ফিল সল্টের জুটি কেকেআরকে ভাল শুরু দিয়েছে। প্লে-অফে সল্ট নেই। তাঁর অভাব ঢাকতে হবে রহমানুল্লা গুরবাজকে। প্রথম কোয়ালিফায়ারে ভাল দেখিয়েছে তাঁকে। ফাইনালে প্রথম ছ'ওভারে বড় রান তুলতে পারলে লড়াইয়ে এগিয়ে যাবে কেকেআর। হায়দরাবাদের পেস আক্রমণ ভাল। ভুবনেশ্বর কুমার, প্যাট কামিন্স, টি নটরাজনেরা ভাল বল করছেন। তুলনায় স্পিন আক্রমণ দুর্বল। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে শাহবাজ আহমেদ, অভিষেক শর্মারা ভাল বল করলেও তাঁদের অভিজ্ঞতা কম। কেকেআরের মিডল অর্ডারে নীতীশ রানা, শ্রেয়স, বেঙ্কটেশ আয়ারেরা রয়েছেন, যাঁরা স্পিন ভাল খেলেন। তাই স্পিনারদের বিরুদ্ধে রান করতে পারলে চাপে পড়বেন প্যাট কামিন্সেরা। তাতে সুবিধা হবে কেকেআরের।

রবিবাসরীয় ফাইনাল বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলে আছে রিজার্ভ ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম দিকে সমস্যা না হলেও আইপিএলের শেষ পর্বে বাধা তৈরি করছে বৃষ্টি। কয়েকটি ম্যাচ ওভার সংখ্যা কমিয়ে শেষ করা গেলেও গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচ সম্পূর্ণ ভেস্তে গিয়েছিল। ফাইনালের আগে আবার বৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। শনিবার রাতেই তৈরি হবে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'। এই পরিস্থিতিতে চেন্নাইয়ে কি কলকাতা নাইট রাইডার্স-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফাইনাল নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে?

'রেমাল'এর কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে উপকূলীয় শহর চেন্নাইয়ে। হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার ফাইনালে বৃষ্টি হলে কী হবে? অতিরিক্ত দিন কি রেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)? আইপিএলের প্লে-অফ ম্যাচগুলির জন্য কোনও অতিরিক্ত দিন রাখা ছিল না। তবে ফাইনালের জন্য একটি দিন অতিরিক্ত রাখা হয়েছে। রবিবার একান্তই ফাইনাল ম্যাচ আয়োজন সম্ভব না হলে, সোমবার ট্রফির লড়াইয়ে মুখোমুখি হবেন শ্রেয়স আয়ার-প্যাট কামিন্সেরা।

আইপিএল নিয়ম অনুযায়ী, ২৬ মে রবিবারই ফাইনাল শেষ করার চেষ্টা করা হবে। বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত ১২০ মিনিট বা ২ ঘণ্টা সময় আগে থেকেই বরাদ্দ করেছেন বিসিসিআই কর্তারা। সব রকম ভাবে চেষ্টা করা হবে রবিবার ফাইনাল শেষ করার। ওভার সংখ্যা কমিয়ে হলেও ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করা হবে। একান্তই খেলা আয়োজন সম্ভব না হলে বা খেলা শেষ করা না গেলে, ফাইনাল হবে সোমবার।

অতিরিক্ত দিন বা সোমবার খেলা শুরু হবে প্রথম থেকে। রবিবার কয়েক ওভার বা একটি দলের ইনিংস শেষ হয়ে গেলেও তা ধরা হবে না সোমবার। আবার নতুন করে টস থেকে শুরু হবে লড়াই। দীর্ঘ দু'মাস লড়াই করে ফাইনালে ওঠা উভয় দলকে সমান সুযোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বোর্ড কর্তারা। সোমবারও বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে ১২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ রয়েছে। বৃষ্টি হলেও চেষ্টা করা হবে অন্তত ৫ ওভারের ম্যাচ আয়োজনের। কিন্তু তা-ও সম্ভব না হলে?

রবিবারের পর সোমবারও ফাইনাল ম্যাচ শেষ করা না গেলে কারা ট্রফি পাবে? দু'দলকে কি যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে। না। এ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইপিএল ফাইনাল সম্পূর্ণ ভেস্তে গেলে চ্যাম্পিয়ন হবেন শ্রেয়সেরা। এ ক্ষেত্রে বিচার করা হবে লিগ পর্বের পয়েন্ট। এক নম্বর দল হিসাবে কেকেআর লিগের লড়াই শেষ করার সুবাদে তৃতীয় বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হবে।

কামিন্সের হাতেই কাপ! অভিশপ্ত ১৯ ফিরছে ২৬-এ

নিজস্ব প্রতিনিধি: হারাধনের দশটি ছেলে থেকে রইল পড়ে দুই। হারিয়ে গেল বাকি আট। একেবারে অন্তিম পর্বে সপ্তদশ আইপিএল। আগামিকাল অর্থাৎ ২৬ মে চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারক ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও সানরাইজার্স। অর্থাৎ যে দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল কোয়ালিফায়ার ওয়ানে। আবার প্যাট কামিন্স বনাম শ্রেয়স আইয়ার। যে জিতবে ট্রফি তার।

আইপিএলে বিগতে ১৬ বছরে একবারই ট্রফি জিতেছে সানরাইজার্স। সাল ছিল ২০১৬। আট বছর ট্রফির দেখেনি 'অরেঞ্জ আর্মি'। ২০১৪ সালে শেষবার 'পার্পল আর্মি' কাপ জিতেছিল। ১০ বছর ট্রফিহীন দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজি। আর মাত্র কিছু ঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরই পাওয়া যাবে সপ্তদশ আইপিএলের চ্যাম্পিয়নকে। তবে আইপিএল ফাইনালে সানরাইজার্স উঠতেই, অশনি সংকেত পাচ্ছেন কেকেআর ফ্যানরা! কিন্তু কেন?

১৯ নভেম্বর ২০২৩। কোটি কোটি ভারতবাসী তারিখটি ভুলতে পারেননি। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য টিম ইন্ডিয়া, কোনও ম্যাচ না হেরে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছিল। তবে ফাইনালেই তীরে এসে তরী ডুবেছিল। অস্ট্রেলিয়ার কাছ কাপ খোয়াতে হয়েছিল। বিশ্বকাপ ফাইনালে হাফ ডজন উইকেটে হারে ভারত। ১৯৮৭, ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৭, ২০১৫-র পর ২০২৩। ষষ্ঠবারের জন্য বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া।

২০ বছর আগের বদলা নিতে পারেনি ভারত। ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারত খেলেছিল রিকি পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। সেবার ফাইনালে ভারত হেরেছিল ১২৫ রানে। রোহিতদের সামনে সুযোগ ছিল মধুর প্রতিশোধ নেওয়ার। বদলায়নি ইতিহাস। আহমেদাবাদে অধরাই থাকে 'বদলাপুর'। স্বপ্নভঙ্গ, আবার বছর ২০ পর, বিশ্বসেরা হয় সেই অস্ট্রেলিয়া। ১ লক্ষ ৩০ হাজার দর্শকের প্রবল শব্দব্রহ্ম মিলিয়ে গিয়েছিল নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে! অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স ফাইনালের আগে বলেছিলেন যে, তিনি লক্ষাধিক মানুষের প্রবল গর্জন থামিয়ে দেবেন। তিনি কথা রেখে ছিলেন।

মিতালি রাজকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন শিখর ধাওয়ান?

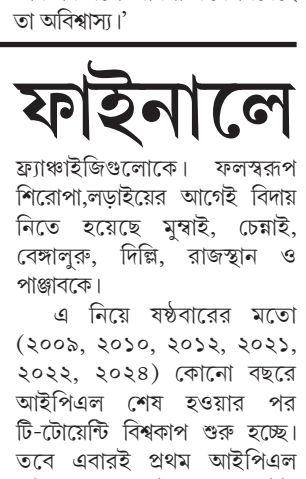

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজের সম্পর্কে একটি মজার তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন শিখর ধাওয়ান। জানালেন, অতীতে এক বার মিতালি রাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্ভাবনা ঘিরে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিল। মহিলাদের ক্রিকেট দলের দীর্ঘ দিন অধিনায়ক ছিলেন মিতালি। তাঁর সম্পর্কে এ রকম তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই চমকে গিয়েছেন অনেকে।পঞ্জাব কিংস আইপিএল থেকে বিদায় নেওয়ার পর জিয়ো সিনেমায় একটি অনুষ্ঠান করছেন ধাওয়ান। নাম 'ধাওয়ান করেঙ্গে'। সেখানেই এই কথা বলেছেন ভারতের ওপেনার। বলেছেন, তআমি এক বার একটা জল্পনার কথা শুনেছিলাম। আমি নাকি মিতালি রাজকে বিয়ে করতে চলেছি।' এ কথা বলেই হাসতে শুরু করে দেন তিনি।

উল্লেখ্য, জাতীয় দলকে সফল ভাবে নেতৃত্ব দিয়ে অবসর নেওয়া মিতালি এখনও বিয়ে করেননি। তিনি এখন মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে গুজরাত জায়ান্টস দলের মেন্টর। অন্য দিকে, ধাওয়ানের সঙ্গে সম্প্রতি বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে আয়েশা চৌধুরির।

একই অনুষ্ঠানে ঋষভ পন্থের প্রশংসা করেছেন ধাওয়ান। বলেছেন, 'দুর্ঘটনার জেরে চোট পেলেও যে ভাবে ও রিহ্যাব করেছে তাতে প্রশংসার মতোই। ওর ইতিবাচক মানসিকতা অসাধারণ। যে ভাবে গোটা আইপিএলে ভাল খেলে ভারতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছে তা অবিশ্বাস্য।'

ভোটদান মহেন্দ্রর, কমিশন লিখল 'থালা ফর আ রিজন'

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার ষষ্ঠ দফায় দেশের ছয় রাজ্য এবং দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মেতেছে ভোট উৎসবে। অষ্টাদশ লোকসভার সাত দফা ভোটের অন্তিম পর্বে ভোট হচ্ছে ৫৮টি কেন্দ্রে। এদিন রাঁচির রাজপুত্র এমএস ধোনিও ভোট দিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। দেশের জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী কিংবদন্তির, ভোটদানের ঘটনা নির্বাচন কমিশনেরও চোখ টেনেছে। ইসিআই ধোনির ছবি পোস্ট করে লিখেছে, 'থালা ফর আ রিজন'। ধোনি ভোট দেওয়ার জন্য বুথের সামনে গাড়ি থেকে নামেন, তখন তাঁর জন্য তোলা ছিল প্রবল শব্দব্রহ্ম। এদিন ধোনির পরনে ছিল বাদামি রঙের গোলগলা টি-শার্ট ও ব্রডগ্লাস।

শনিবার ষষ্ঠ দফায় দেশের ছয় রাজ্য এবং দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মেতেছে ভোট উৎসবে। অষ্টাদশ লোকসভার সাত দফা ভোটের অন্তিম পর্বে ভোট হচ্ছে ৫৮টি কেন্দ্রে। এদিন রাঁচির রাজপুত্র এমএস ধোনিও ভোট দিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। দেশের জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী কিংবদন্তির, ভোটদানের ঘটনা নির্বাচন কমিশনেরও চোখ টেনেছে। ইসিআই ধোনির ছবি পোস্ট করে লিখেছে, 'থালা ফর আ রিজন'। ধোনি ভোট দেওয়ার জন্য বুথের সামনে গাড়ি থেকে নামেন, তখন তাঁর জন্য তোলা ছিল প্রবল শব্দব্রহ্ম। এদিন ধোনির পরনে ছিল বাদামি রঙের গোলগলা টি-শার্ট ও ব্রডগ্লাস।

বিশ্বকাপ দলে থাকা কেউ নেই আইপিএল ফাইনালে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম কোয়ালিফায়ার জিতে সবার আগে আইপিএল ফাইনালে উঠেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতকাল রাতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রাজস্থান রয়্যালসকে ৩৬ রানে হারিয়ে ফাইনালে পা রেখেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

চেন্নাইয়ের চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আগামীকাল রাতে আইপিএলের ১৭তম আসরের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে কলকাতা-হায়দরাবাদ। অথচ দুই ফাইনালিস্ট দলে থাকা খেলোয়াড়দের কারও ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি।

এবারের আইপিএলে কলকাতা দলে আছেন ১৫ জন ভারতীয় এবং হায়দরাবাদে ১৭ জন। কলকাতার ভারতীয় খেলোয়াড়েরা হলেন অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার, নিতিশ রানা, ভেঙ্কটেশ আয়ার, রিংকু সিং, বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, সুইয়াশ শর্মা, মনীশ পান্ডে, অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, শ্রীকর ভারত, অনুকূল রায়, রমণদীপ সিং, সাকিব হুসেইন ও চেতন সাকারিয়া।

হায়দরাবাদের ভারতীয় খেলোয়াড়েরা হলেন অভিষেক শর্মা, ভুবনেশ্বর কুমার, উমরান মালিক, থাঙ্গারাসু নটরাজন, মায়াঙ্ক মারকান্দে, জয়দেব উনাদকাট, আকাশ সিং, শাহবাজ আহমেদ, ওয়াশিংটন সুন্দর, নিতিশ রেড্ডি, সানভির সিং, আনপ্রীত সিং, উপেন্দ্র সিং, মায়াঙ্ক আগারওয়াল, রাহুল ত্রিপাঠী, জঠাবেধ সুব্রামানিয়ান ও আবদুল সামাদ।

দুই দলের এই ৩২ খেলোয়াড়ের কেউই ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে নেই। রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে শুধু কলকাতার রিংকু সিংকে রাখা হয়েছে।

যেকোনো দেশের জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়েরাই তো বড় তারকা হিসেবে বিবেচিত হন। ভারতের ক্ষেত্রেও তা-ই। তবে বিশ্বকাপ দলের কেউ না থাকায় এবার ভারতীয় তারকাশূন্য আইপিএল ফাইনাল দেখতে যাচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

ভারতের বিশ্বকাপ দলের ১৫ সদস্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪ জন সদস্য মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের। অথচ পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা মুম্বাই সবার আগে আইপিএলের লিগ পর্ব থেকে ছিটকে পড়েছে। মুম্বাইয়ের চার খেলোয়াড় হলেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার যাদব ও ফাস্ট বোলার যশপ্রীত বুমরা।

তিনজন করে আছেন দিল্লি ক্যাপিটালস ও রাজস্থান রয়্যালস থেকে। দিল্লি পয়েন্ট তালিকার ছয়ে থেকে আইপিএল শেষ করেছে, তৃতীয় হয়ে প্লে-অফ পর্বে ওঠা রাজস্থান কাল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার থেকে বিদায় নিয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালস প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন 'চায়নাম্যান' কুলদীপ যাদব, স্পিন অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল ও ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা ঋষভ পন্ত। এবারের আইপিএল দিয়েই প্রায় দেড় বছর পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেছেন পন্ত। দিল্লিকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। ২৬ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান আইপিএলে ১৩ ম্যাচে ১৫৫.৪০ স্ট্রাইক রেটে ৪৪৬ রান করে অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক প্যানেলেরও মন জিতে নিয়েছেন।

রাজস্থানের তিন খেলোয়াড় অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন, ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল ও লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল।

চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দুজন করে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন। চেন্নাইয়ের অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে আছেন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শিবম দুবে। আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ১৬২.৩০ স্ট্রাইক রেটে ৩৯৬ রান করা দুবে প্রথমবার বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন। বেঙ্গালুরু থেকে বিরাট কোহলির সঙ্গে আছেন পেসার মোহাম্মদ সিরাজ।

গত শনিবার বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে নেট রানরেটে পিছিয়ে পড়ে চেন্নাই। পয়েন্ট তালিকার পাঁচে থেকে বিদায় নেয় দলটি। অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্লে-অফ পর্বে ওঠা বেঙ্গালুরু গত বুধবার এলিমিনেটরে হায়দরাবাদের কাছে হেরে ছিটকে পড়ে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের আরেক সদস্য অর্শদীপ সিং এবারের আইপিএলে খেলেছেন পাঞ্জাব কিংসে। তাঁর দলের পয়েন্ট তালিকার নয়ে থেকে লিগ পর্ব থেকে বিদায় নেয়।

ভারতীয় দলে 'অটোমেটিক চয়েস' বলে কিছু নেই। ঘরোয়া প্রতিযোগিতাগুলোয় পারফর্ম করেই সবাইকে জাতীয় দলে ঢুকতে হয়। খারাপ করলে বা বোর্ডের নির্দেশের পরও ঘরোয়ায় না খেললে বাদও পড়তে হয়। ঈশান কিষান ও শ্রেয়াস আইয়ারের দলে জায়গা হারানো ও বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়া যার সর্বশেষ উদাহরণ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে থাকায় এবারের আইপিএল ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গত ৩০ এপ্রিল বিসিসিআই ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করে। এর আগপর্যন্ত দলে থাকা ক্রিকেটাররা আইপিএলে দারুণ পারফর্ম করেছেন। কিন্তু দলে জায়গা পাওয়ার পর থেকে বেশির ভাগ ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স গ্রাফ ছিল নিম্নমুখী। সেটারই প্রভাব পড়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে। ফলস্বরূপ শিরোপা,লড়াইয়ের আগেই বিদায় নিতে হয়েছে মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, রাজস্থান ও পাঞ্জাবকে।

এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো (২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০২১, ২০২২, ২০২৪) কোনো বছরে আইপিএল শেষ হওয়ার পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। তবে এবারই প্রথম আইপিএল ফাইনাল খেলা দুই দলের কেউই ভারতের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি।

বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার পর বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের ছন্দ হারিয়ে ফেলা ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এই প্রশ্ন তুলেছে;তাহলে কি বিশ্বকাপ স্কোয়াড সাজাতে ভুল করেছে বিসিসিআই?

অবশ্য একটা দিক থেকে ভারতের কোচিং স্টাফের লাভই হচ্ছে। আইপিএল ফাইনালে কেউ না থাকায় বিশ্বকাপ দলকে একত্র করার জন্য কিছুটা সময় বেশি পাচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়, বিক্রম রাঠোর, পরশ মামব্রেরা। নয়তো রোহিত, কোহলি, বুমরা, পন্ত কিংবা জাদেজাদের জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতো তাঁদের। বিশ্বকাপ খেলতে হয়তো কয়েক দলে ভাগ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হতো ভারতকে। কিন্তু আইপিএলের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা ক্রিকেটপ্রেমীরা কি সেটা বুঝবেন?

আইসিসি টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়া কীভাবে এত শিরোপা জেতে? রহস্য ভাঙলেন কামিন্স

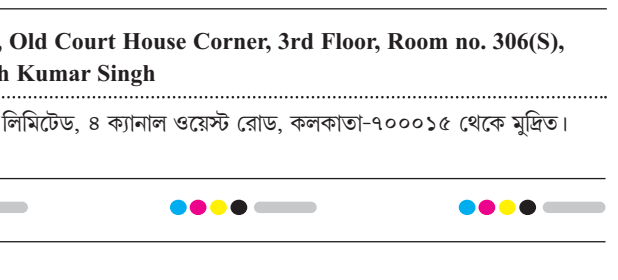

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি আয়োজিত টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন চলে না। শুধু ওয়ানডে বিশ্বকাপই জিতেছে ছয়বার, দুবার জিতেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। একবার করে জিতেছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স গত বছরই আইসিসির দুটি শিরোপা জিতেছেন;ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। ইতিহাসের একমাত্র অধিনায়ক হিসেবে এক বছরে দুটি আইসিসি শিরোপা জিতেছেন কামিন্স। গতকাল তাঁর অধিনায়কত্বে আইপিএলের ফাইনালেও উঠেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এরপর সংবাদমাধ্যম স্পোর্টস তাক,এর সঙ্গে আলাপচারিতায় আইসিসি টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্যের রহস্য ভেঙেছেন কামিন্স।

মানসিকতা ও 'অ্যাপ্রোচ'-এ দুটি ব্যাপারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ, মনে করেন কামিন্স। ভাগ্যের সহায়তাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক। এর পাশাপাশি আইসিসি ফাইনালকে আর দশটা সাধারণ ম্যাচের মতোই দেখার চেষ্টা করে অস্ট্রেলিয়া। অন্তত এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্ট্রেলিয়া দল ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে বলে জানিয়েছেন কামিন্স। ফাইনালে যা,ই করুক না কেন, তা অনেক দিন মনে রাখা হবে;এমন মানসিকতা নিয়েও অস্ট্রেলিয়া মাঠে নামে বলে জানিয়েছেন এই পেসার।

কামিন্স বলেছেন, 'আইসিসি শিরোপা জয়ে ভাগ্যের ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ফাইনালের চাপ কমাতে আমরা অনেক সময়ই ব্যয় করি। কিন্তু একই সময়ে আমরা এটাও মনে করি, পেছনে তাকিয়ে দেখতে জীবনের অনেকটা সময় চলে যাবে, তাই (ফাইনালে) যেভাবে আমরা খেলতে চাই, সেটা নিশ্চিত করি। এক ফাইনালের আত্মবিশ্বাস পরের ফাইনালে টেনে নিয়েও আমরা সাফল্য পেয়েছি।' কোন ফাইনাল জেতা বেশি কঠিন;ওয়ানডে বিশ্বকাপ না বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ? গত বছর অক্টোবর, নভেম্বরে ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। তার আগে গত বছরই জুনে ওভালে ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে জিতেছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা। কামিন্স এ নিয়ে বলেন, 'ওয়ানডে বিশ্বকাপে আমাদের অন্য সব দলকে হারাতে হয়েছে। আমরা ভারতের কন্ডিশনে খেলেছি, যেটা আমাদের কাছে ভিনদেশি কন্ডিশন। চোট ও বাজে ফর্মের মোকাবিলাও আমাদের করতে হয়েছে। এ সবকিছুর মুখে মুখি হয়েই আমরা ফাইনালে উঠেছি। আর এই ব্যাপারটাই সন্তুষ্টি এনে দেয়। কারণ, কাজটা সহজ নয়।'

যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ২ জুন শুরু হবে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়াকে এই টুর্নামেন্টে ফেবারিট হিসেবে দেখছেন না স্বয়ং কামিন্সই, 'ঠিক জানি না, আমরা ফেবারিট কি না। আমরা এই টুর্নামেন্টে ভালো দলগুলোর একটি, যারা ফর্মে আছে। টি,টোয়েন্টিতে আত্মবিশ্বাস বড় ব্যাপার এবং আমরা নিজেদের সেরাটাই দেব।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**